

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৮ আশ্বিন ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 16 October 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 150

indriya.com



দেবীমায়ের আগমনে আমাদের অন্তরের
দেবী হন জাগ্রত।
তাকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার্পণ করুন সোনার মাধ্যমে। ✨

পুষ্পাঞ্জলি থেকে সিঁদুর খেলা
পূজো মানেই যেন সাদা, লাল রং এবং
সোনায়ে মোড়া ভক্তি। বাংলার নিপুণ কারুকাজ এক
অসাধারণ রূপ নেয় আমাদের উৎসব কালেকশনে।

আর উৎসব কালেকশন ছাড়াও,
সোনা, হিরে এবং পোলকিতে
পরখ করুন আমাদের সূক্ষ্মতীক্ষ্ণ নানান ডিজাইন।

ইন্দ্রিয়ার বুনোটে উৎসবের মুহূর্তগুলির ঔজ্জ্বল্যে
প্রতিটি উৎসব হয়ে ওঠে ভালবাসার উৎসব।

আর তখন অন্তর বলে ওঠে,
মন এখনও ভরেনি যে



INDRIYA

ADITYA BIRLA | JEWELLERY



স্পেশাল ফেস্টিভ অফার্স

0%

বাদ, পুরনো সোনা
এক্সচেঞ্জের ওপর (যেকোনো ক্যারেট)*

30%

পর্বন্ত ছাড়
গোল্ড জুয়েলারির মেকিং চার্জের ওপর
(সোনার ওপর ₹1001/গ্রাম পর্বন্ত সাশ্রয় করুন)*

50%

পর্বন্ত ছাড়
ডায়মন্ড ভ্যালুর ওপর*

ডাবল গোল্ড রোট প্রোটেকশন

25% অ্যাডভান্স দিন এবং পান বেস্ট গোল্ড রোট*

দাম বাড়লে, বুকিং রোট দিন। দাম কমলে, কম রোট দিন।

HDFC BANK



Transaction Amount*	₹50,000 to ₹3,00,000	>₹3,00,000
Discount*	2% of swiped amount	₹6,000 OFF

📍 স্টোর দিশা আই হাসপাতালের বিপরীতে, সেবক রোড, শিলিগুড়িতে

আগ্রা • আমেদাবাদ • আজমীর • আসল • বালাসোর • বেরেলি • ব্যাপালুরু • ভাগলপুর • ভোপাল • ভুবনেশ্বর • ব্রহ্মপুত্র • চণ্ডীগড় • ছত্রপতি শিবাজি নগর • কটক • দ্বারভাঙা • দেবাদুন • দিল্লি এনসিআর • গয়া জি
গুন্টর • গোয়ালিয়র • হলদোয়ানি • হিসার • হুবলী • হায়দ্রাবাদ • ইন্দোর • জয়পুর • জলন্ধর • জম্মু • যোধপুর • কানপুর • কোলাপুর • কলকাতা • লক্ষ্মী • লুধিয়ানা • ম্যাঙ্গালুরু • মুম্বই • নাগপুর • নাসিক
পাটনা • প্রয়াগরাজ • পুণে • রাজমুন্দি • রাঁচি • শিলিগুড়ি • সুরাট • উদয়পুর • বিজয়ওয়াড়া • বিশাখাপত্তনম

*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য।



জ্ঞানেশকে সুপ্রিম নোটিশ

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

উড়ালপুল থেকে রং মুছল সরকার

নজিরের সামনে নয়! অধিনায়ক স্মৃতি

ক্ষমা চেয়ে বিধিনিষেধে স্বরাষ্ট্রসচিবের সাফাই কোর্টে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : যা করেছে, ভুল করেছে। কিন্তু ভুলটা ইচ্ছাকৃত নয়। নাগরিকের সুরক্ষার স্বার্থে এই ভুল। কার্যত এই ভাষায় সুপ্রিম কোর্টে ক্ষমা চাইলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও নয়াদিল্লিতে ট্রেন, মেট্রো চলাচলে বিয় ঘটানো ও ইন্টারনেট বন্ধ রাখার অভিযোগ উঠেছিল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়।

সেই মামলাতেই কেন্দ্রের তরফে স্বরাষ্ট্রসচিব ছাড়াও দিল্লির পুলিশ কমিশনার অনুরাগ কুমার নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন সুপ্রিম কোর্টে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা অবশ্য জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং দিল্লি পুলিশের এই ক্ষমাপ্রার্থনা আসলে আইনের অংশ। আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হলে অভিযুক্তের ক্ষমা চেয়ে নেওয়াটাই দস্তুর। তবে ক্ষমা চাইলেও ১০ অক্টোবর মধ্য দিল্লির কিছু এলাকায় ইন্টারনেট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের পক্ষে সাফাই দিয়েছে কেন্দ্র।

আদালতের নির্দেশ অমান্য ইচ্ছাকৃতভাবে করার অভিযোগ মানতে অস্বীকার করেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। আদালতে

অবমাননার মামলা

কেন্দ্রের হলফনামায় বলা হয়েছে, রাজধানীতে জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও নাগরিক সুরক্ষার স্বার্থে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অত্যন্ত সীমিত সময়ের জন্য ইন্টারনেট বন্ধ রাখা হয়েছিল। অন্যদিকে, যন্ত্রমন্ত্রের ধনায় কেন্দ্রের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বিরোধীদের আবেদনের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দিল্লি পুলিশকে নোটিশ ধরিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মালা বাগচারি বেক্স।

বিচারপতি বাগচারি বলেন, ‘যন্ত্রমন্ত্র নিয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা কতটা যুক্তিযুক্ত, তা খতিয়ে দেখব আমরা।’ প্রধান বিচারপতির বেক্সে বৃহস্পতিবার দুটি বিষয়েই হলফনামা দেয় কেন্দ্র। গত ৯ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, ট্রেন, মেট্রো পুরোপুরি বন্ধ রেখে যেন মানুষের ভোগান্তি না ঘটানো হয়। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে মাত্র।

সেই বিধিনিষেধ কেন্দ্র মানেনি বলে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হলে গত ১১ অক্টোবর কেন্দ্র, দিল্লির পুলিশ কমিশনার এবং দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশনের চেয়ারপার্সন ডি থারাকে নোটিশ পাঠিয়েছিল শীর্ষ আদালত।

এরপর ছয়ের পাতায়

উমা আসছে। চারপাশে যতই থাকুক অন্ধকার, যতই জমে থাকুক উদ্বেগ আর যন্ত্রণা, তার আসার খবরেই যেন বদলে যায় উত্তরবঙ্গের বাতাস। কাশফুল দোলে, শিউলি বায়ে। সব দুঃখকে একটু পাশে সরিয়ে তাই গোটা উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা করে উমার। সেই অপেক্ষা, সেই বদলে যাওয়া দিনগুলোর গল্পই বলবে ‘পূজোর গন্ধ এসেছে’।



রামসিংহাসন মাহাতো

শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া থেকে বিধান মার্কেটগামী টোটোতে দেখা। কী যেন নাম? এই যাহ, মনে তো নেই। শুধু কানে বাজছে নামের মধ্যে ‘জিহ্ন’-এর অনুরণন। বয়সে কিশোরী থেকে একটু বেশি, তরুণী থেকে একটু কম- সাক্ষাৎ জেন জেড। কানে ইয়ারবডস, মাথা নড়ছে। সেটা চলন্ত টোটোর জন্যও হতে পারে। কিন্তু কানে মৃদু ধ্বনি এল—হু হু হু হু হু হু। সুরটা শুনেই বুঝলাম এই গান ট্রেডে রয়েছে। ‘হই হই হই হই করব বলে...’ প্রশ্ন করলাম, ‘জেন জেড এখন কোন গান শুনছে?’ সপ্রতিভ মেয়েটি প্রশ্ন শুনেই চুপসে যাওয়া বেলুন। পরিচয় জানার পর বলল, ‘মায়ের সঙ্গে কথা বলে উত্তর দেব।’ সেই উত্তর মেলেনি। এই দুর্গাপূজায় জেন জেড কী শুনছে, কী শুনশুন করছে, কোন গান তাদের পূজোর মূর্তি তৈরি করছে, তা জানতেই

আজ মহাষষ্ঠী



জনমিয়া দেখি নাহি হেন রূপ... বালুরঘাটে দেবীপ্রতিমার ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

পঞ্চমী-প্লাবন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : সন্ধ্যা নামতেই একদল যখন ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়ছে, অন্যদল তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় মণ্ডপের ভিড়ের ছবি দেখে নিজেদের পরিকল্পনা সাজাচ্ছে। রাত বাড়তেই দ্বিতীয় দলের সদস্যরা গাড়িতে, কেউ বাইকে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন। বৃহস্পতিবার পঞ্চমীর সন্ধ্যা থেকে এমন ছবিই দেখা গেল রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাব থেকে জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগারের মণ্ডপে। রাস্তায় যে ভিড় দেখা গেল, তাকে জনপ্লাবন বললেও হয়তো কম বলা হবে। ষষ্ঠীর দিন ভিড় কোন পর্যায়ে পৌঁছাবে, তা নিয়ে আগাম কৌতূহল তৈরি হল।

সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন অনেকে। শহরসংলগ্ন এলাকা থেকেও এসেছিলেন দর্শনাধীরা। তবে রাত বাড়তেই মণ্ডপে দেখা গেল পরিবার নিয়ে ঠাকুর দেখতে আসা মানুষের ভিড়। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ গাড়িতে ওঠার সময় রবীন্দ্রপল্লির বাসিন্দা অজ্ঞাতা রায় ছেলে বিপিন পোদ্দারকে বললেন, ‘বাবা, আশপাশের কিছুটা ফাঁকা মণ্ডপগুলো একটু ঘুরিয়ে দে। মায়ের মুখটা অন্তত দেখি।’ মায়ের ইচ্ছেসূত্রে ভিড় এড়িয়ে ফাঁকা



সংঘর্ষীতে দেবীদর্শন। শিলিগুড়িতে পঞ্চমীর রাতে।

থেকেই মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় বাড়ে। মাটিগাড়া থেকে সেজেগুজে শিলিগুড়ি কলেজ সংলগ্ন কলেজপাড়ার মণ্ডপে এসেছিলেন চতুর্থ সিমেন্টারের পড়ুয়া সূমনা দত্ত। সঙ্গে ছিলেন সহপাঠী প্রিয়াংকা ও ঐশ্বর্য। বান্ধবীদের সঙ্গে সেলফি তুলতে ভুলতে সূমনা বললেন, ‘বান্ধবীদের সঙ্গে গত সপ্তাহেই ঠিক

করে নিয়েছিলাম, পঞ্চমীর দিন ঘুরতে বের হব। এদিন তাই আমরা বেরিয়ে পড়েছি।’

কোথায় কোথায় ঘোরা হবে? প্রশ্ন শুনে সূমনার বান্ধবী ঐশ্বর্য দত্ত জানিয়ে দিলেন, ‘হায়দরাবাদ আমারদের ঘোরা হয়ে গিয়েছে।

এরপর ছয়ের পাতায়

রাতভর ঠাকুর দেখে ভোরেই অঞ্জলি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১৫ অক্টোবর : উপোস করে নতুন পোশাকে অষ্টমীতে উমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন। এই মুহূর্তের জন্যই অনেকের সারা বছর ধরে অপেক্ষা। কিন্তু এবার অষ্টমীর অঞ্জলির সময়সূচি চিন্তা বাড়ছে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের। পঞ্জিকা অনুযায়ী, সোমবার সকালে বেশ তাড়াতাড়িই অঞ্জলি শেষ করতে হবে। ফলে সপ্তমীর রাতে বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখা, রাত জেগে পূজামণ্ডপ ঘোরা, লোভনীয় খাবারের স্বাদ আশ্বাসন, সবকিছুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভোরে অঞ্জলি দেওয়া কীভাবে সম্ভব, সেটাই এখন শুভঙ্কর দাস, সোনালি সরকার, মৌমিতা ভট্টাচার্যদের কাছে বেশ বড় চ্যালেঞ্জ।

বঙ্গিরহাট মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া শুভঙ্করের কথায়, ‘সপ্তমীর রাতে বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরোনোর পরিকল্পনা থাকে। কিন্তু এবার অঞ্জলির সময় এত তাড়াতাড়ি পড়েছে যে, রাতভর ঠাকুর দেখে কী করে সেটা সামাল দেব, তাই ভাবছি।’ বন্ধু সোনালিরও একই চিন্তা। তাঁর কথায়, ‘অষ্টমীর অঞ্জলির জন্য গোটা বছর অপেক্ষা



সপ্তমীর রাতে মণ্ডপে মণ্ডপে ঠাকুর দেখা আর অষ্টমীর সকালে উমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি। এবার এই দুই আনন্দের মাঝে সময়ের হিসাব মেলানো কঠিন হয়ে উঠেছে।

করি। আবার পূজোর রাতে বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরার আনন্দও হাতছাড়া করতে চাই না। তাই এবার কখন বাড়ি ফিরব, কখন ঘুম থেকে উঠব, তা নিয়ে আগেভাগেই ভাবতে হচ্ছে।’

পূজোর আনন্দের পাশাপাশি তিথি মেনে পূজার্নামার গুরুত্বের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন পুরোহিতরা। এরপর ছয়ের পাতায়

বাঙালির শ্রেষ্ঠ পূজা

দুর্গাপূজা

শুভ শক্তির আবাহনে দূর হোক অশুভ.. মা দুর্গার আশীর্বাদে আনন্দ ও শান্তিতে ভরে উঠুক পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের সকল সহ-নাগরিককে দুর্গাপূজার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন চলুন একসঙ্গে দুর্গাপূজার আনন্দে মেতে উঠি

শুভেন্দু অধিকারী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

এরপর ছয়ের পাতায়

পুজোর উদ্বোধনে দুই ছবি

ভিড় নেতাদের, শংকর দূরেই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষ পুজোয় রাজনীতিকরণের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য, পুজো পুজোর মতো হবে, এখানে রাজনীতির কোনও প্রশ্ন নেই। এবছর শহরের অধিকাংশ পুজো বিজেপির নেতা-নেত্রীদের দখলে— এমনটাই অভিযোগ বিরোধীদের। প্রায় সব পুজোর উদ্বোধনেই বিজেপির নেতা-নেত্রীদের ছড়াছড়ি। কে নেই সেখানে? দার্জিলিংয়ের সাংসদ থেকে দলের জেলা সভাপতি, সহ সভাপতি, প্রাক্তন সভাপতি, প্রাক্তন কাউন্সিলার, ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর-তালিকাটা দীর্ঘ।

তবে পুজো ‘উদ্বোধন’ থেকে নিজেকে দূরেই রাখলেন শংকর। বৃহস্পতিবার শহরে ফিরে নিজেকে অন্যান্য কর্মসূচিতে ব্যস্ত রাখলেও, পুজো উদ্বোধনের পথে হাটেননি। নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে শোনালেন আক্ষেপের কথা। তিনি বলেন, “গত পাঁচ বছরে পুজো নিয়ে আমার অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। শহরের বিধায়ক হয়েও আমাকে বহু পুজো কমিটি, ক্লাব বসার একটা জায়গাও দেয়নি। আমার নাম থাকলে তৎকালীন শাসকদলের অনেকের বিরোগভাজন হতে হবে— এই আশঙ্কায় আমাকে ডাকা হত না। এসব আমি প্রকাশ্যে বলি না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামটা বাদ দেওয়া হত। বলা হত, আপনার নাম রাখলে ইনি আসবেন না, উনি আসবেন না।”

বিজেপি রাজ্য ক্ষমতায় আসার পরে এটাই প্রথম দুর্গাপুজো। এই পুজোয় স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্বটন ও পরিবহনমন্ত্রী শংকর ঘোষ পুজো উদ্বোধনে ভীষণ ব্যস্ত থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তিনি যে কোনও পুজো উদ্বোধন করবেন না, তা আগেই জানিয়েছিলেন। শতাধিক

পুজো উদ্যোক্তার অনুরোধেও শংকর পুজো উদ্বোধনে রাজি হননি। তবে অভাস মতো মণ্ডপে মণ্ডপে ঠিকই চক্কর কাটবেন। তাঁর শহরে তৃতীয়া থেকেই দাপিয়ে পুজো উদ্বোধন করছেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল, প্রাক্তন জেলা সভাপতি প্রবীণ আগরওয়াল এবং সহ সভাপতি রাজু সাহা ও নান্টু পাল। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে তাঁরা চতুর্থী থেকে যুক্ত হয়েছেন। গত দু’দিন শংকর কলকাতায় ছিলেন এবং বৃহস্পতিবার সকালে



শিলিগুড়িতে ফিরেছেন। পুজোয় বিজেপির দখলদারিত্বের অভিযোগ নিয়ে সরাসরি কিছু না বললেও মন্ত্রী শংকর বলেন, “পুজোকে নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। আমরা সেটা করছি না। প্রতিটি পুজোর সঙ্গে বিজেপির নেতা-নেত্রীরা আগেও যুক্ত ছিলেন, এখনও যুক্ত রয়েছেন।” বিজেপির জেলা সভাপতি অরুণের বক্তব্য, “এবার সবাই মিলে পুজো করা হচ্ছে। আগে তো বিরোধীদের কেউ পুজো উদ্বোধনে ডাক পাননি। এবার তো আমি নিজেই তিনটি উদ্বোধনী মঞ্চে প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে ছিলাম। নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে এবার পুজো হচ্ছে।” দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি প্রবীণ পুজোর সঙ্গে রাজনীতি মেলানো হয়নি বলে দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, “শংকর ঘোষ আগেই জানিয়েছেন যে তিনি পুজো উদ্বোধন করবেন না। এটা নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই।”

কার্তুজ সহ

গ্রেপ্তার তরুণ

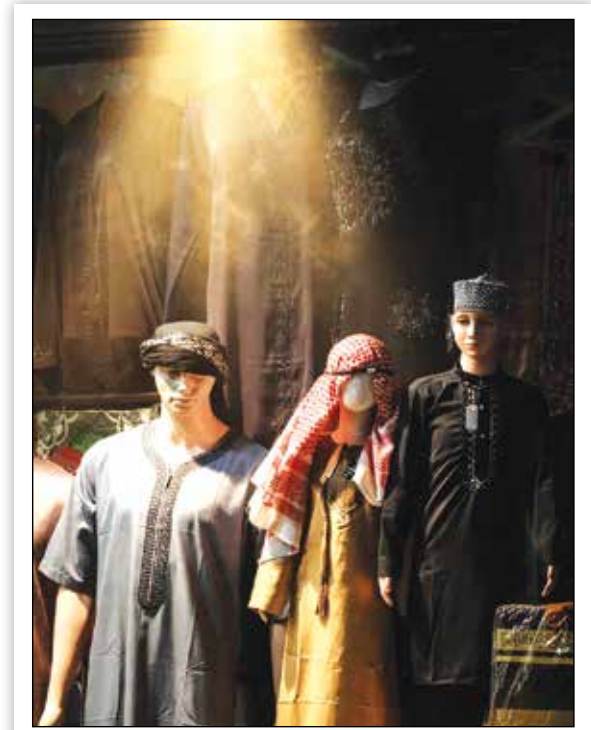


খড়িবাড়ি, ১৫ অক্টোবর : ভারত-নেপাল সীমান্তে তাজা কার্তুজ সহ এক তরুণ গ্রেপ্তারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। নেপালে ঢোকার ঠিক আগেই এসএসবি-র তদাশিতে কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার হন মণিপুরের বাসিন্দা পাওগুলিন হাওকিবা। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, চোখের চিকিৎসার জন্য পরিবারের দুই সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে আসে অভিযুক্ত। নেপালের একটি বেসরকারি হাসপাতালের অ্যাম্বুল্যান্সে করে নেপালে প্রবেশের আগে সীমান্তে ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের এসএসবি জওয়ানরা তদাশি চালান। ব্যাগ স্ক্যান করার সময় অভিযুক্তের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় একটি তাজা কার্তুজ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুধবার রাতেই এসএসবি খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে বৃহস্পতিবার তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। এদিন ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

দুঃস্থদের ভোজ

ভট্টাচার্যবাড়িতে

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : বাড়ির দুর্গাপুজোয় এবার ৬০ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিশু সহ অন্য দুঃস্থদের দুপুরের খাবার এবং উপহার দেবে ভট্টাচার্য পরিবার। পরিবারের তরফে খোকন ভট্টাচার্য বলেছেন, “১৯ অক্টোবর মহাশ্বীয়ার দিন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তিনজন শ্রবণশক্তিহীন টেবিল টেনিস বোলছেন, ‘১৯ অক্টোবর মহাশ্বীয়ার দিন’। বাড়ির পুজোয় এবার একজন দুষ্টিশক্তিহীন বালিকাকে কুমারী হিসাবে পূজিত করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।



অন্য দুনিয়ায়।। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন ডাঃ উদয়ন মজুমদার।।

হোটেলের টাকা না

মিটিয়ে ধৃত তরুণী

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : হোটেলের রুম বুক করে প্রায় দুই মাস থাকলেও হোটেল কর্তৃপক্ষ বিল চাওয়ায় উলটে ফাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন এক তরুণী। শেষমেশ বকেয়া বিল না দেওয়ার অভিযোগে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর গ্রেপ্তার হলেন তিনি। ধৃত তরুণী দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হোটেলের ঘর ভাড়া ও খাওয়া-দাওয়ার বিল বাবদ ধৃতের ৫০ হাজার টাকারও বেশি বকেয়া হয়ে গিয়েছে ওই হোটেল। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণী মাস দুয়েক আগে গুরুবস্তি মোড় এলাকার একটি হোটেল এসে ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। প্রথমে পাঁচদিনের জন্য ঘর ভাড়া নেন তিনি। ধীরে ধীরে বুকিংয়ের সময় বাড়ানো শুরু করলে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করে। প্রতিবারই টাকা পরে দেওয়ার কথা বলেন তিনি। বকেয়ার অঙ্কও বেড়ে যাওয়ায় চাপ দিতে শুরু করে হোটেল কর্তৃপক্ষ। হোটেলের এক কতর কথায়, টাকার চাপ দেওয়া শুরু করলে পালটা ওই তরুণী মিথ্যা মামলায় ফাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। হোটেল কর্তৃপক্ষ বুধবার প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে তরুণীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

.....

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই ‘আগমনী’

সময়ের গতি

টপকাতে ১০০ লাফ

রামসিংহাসন মাহাতো

শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে সময়ের ঢাকা ঘন থমকে দাঁড়িয়েছে। পাড়া ও শহরের আবেগ সওয়ার করে শতবর্ষে পদার্পণ করল ঐতিহ্যবাহী মিত্র সম্মিলনী। শতবার্ষিকী দুর্গাপুজোয় মণ্ডপজুড়ে ঝুলছে একশো বছর আগের প্রাচীন দেওয়াল ঘড়ি থেকে শুরু করে আধুনিক ডিজিটাল ঘুরের নানাবিধ সময়যন্ত্র। পুজোর থিম মেনে এই সড়কে এবার থমকে দাঁড়াবে টয়ট্রেন। প্রতিমা উঠবে সেই ট্রেনে। তারপর আলো, শব্দ আর কল্পনার পুনর্নির্মাণে ১০০ বছর আগের দৃশ্য দেখে পুলকিত হবে এ শহর। মঞ্চে পেশ্চেনে দেখা যাবে লঠন ঝুলিয়ে দর্শনাধীদের নিয়ে আসা মোবের গাড়িও। তখন এই দর্শনাধীরা পুজো ও সারারাত নটক দেখে সকালে বাড়ি ফিরতেন। পুরোনো দিনের এই সব ইতিহাসের সঙ্গে মিত্র সম্মিলনী এবার শিলিগুড়িকে উপহার দিচ্ছে সাবেক দিনের ছাঁচে ১০০ বছরের সেরা প্রতিমা ‘দশপ্রহরগধারিনী’ জগন্মাতা।

শুধু পুজো আর তার উপচারের আয়োজনে নয়, মিত্র সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য ও সভাপতি আশোক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, শতবার্ষিকী শারদোৎসব এবার আর শুধু ক্লাবের নয়, গোটা শহরের সব মানুষের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে। তাই মহালয়ার দিন থেকে প্রতিদিন নানা অনুষ্ঠানে সকলেই শামিল করেই আমরা সকলের সহযোগিতায় উৎসবকে এগিয়ে নিয়ে চলছি। ইতিমধ্যেই সংস্থার ১০০ বছরের নিরবচ্ছিন্ন পথচলার আলোকে মিত্র সম্মিলনী ও এই জনপদের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

হিলকার্ট রোডের যেখান দিয়ে একসময় টয়ট্রেনের লাইন ছিল, সেখানে প্যাভেল করে শহরের ১০০ জন প্রবীণকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ৮১ পেরিয়ে ৮২ ছুঁইছুঁই কৃষ্ণভজন ঘোষ।

শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে সময়ের ঢাকা ঘন থমকে দাঁড়িয়েছে। পাড়া ও শহরের আবেগ সওয়ার করে শতবর্ষে পদার্পণ করল ঐতিহ্যবাহী মিত্র সম্মিলনী। শতবার্ষিকী দুর্গাপুজোয় মণ্ডপজুড়ে ঝুলছে একশো বছর আগের প্রাচীন দেওয়াল ঘড়ি থেকে শুরু করে আধুনিক ডিজিটাল ঘুরের নানাবিধ সময়যন্ত্র। পুজোর থিম মেনে এই সড়কে এবার থমকে দাঁড়াবে টয়ট্রেন। প্রতিমা উঠবে সেই ট্রেনে। তারপর আলো, শব্দ আর কল্পনার পুনর্নির্মাণে ১০০ বছর আগের দৃশ্য দেখে পুলকিত হবে এ শহর। মঞ্চে পেশ্চেনে দেখা যাবে লঠন ঝুলিয়ে দর্শনাধীদের নিয়ে আসা মোবের গাড়িও। তখন এই দর্শনাধীরা পুজো ও সারারাত নটক দেখে সকালে বাড়ি ফিরতেন। পুরোনো দিনের এই সব ইতিহাসের সঙ্গে মিত্র সম্মিলনী এবার শিলিগুড়িকে উপহার দিচ্ছে সাবেক দিনের ছাঁচে ১০০ বছরের সেরা প্রতিমা ‘দশপ্রহরগধারিনী’ জগন্মাতা।

শুধু পুজো আর তার উপচারের আয়োজনে নয়, মিত্র সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য ও সভাপতি আশোক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, শতবার্ষিকী শারদোৎসব এবার আর শুধু ক্লাবের নয়, গোটা শহরের সব মানুষের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে। তাই মহালয়ার দিন থেকে প্রতিদিন নানা অনুষ্ঠানে সকলেই শামিল করেই আমরা সকলের সহযোগিতায় উৎসবকে এগিয়ে নিয়ে চলছি। ইতিমধ্যেই সংস্থার ১০০ বছরের নিরবচ্ছিন্ন পথচলার আলোকে মিত্র সম্মিলনী ও এই জনপদের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

হিলকার্ট রোডের যেখান দিয়ে একসময় টয়ট্রেনের লাইন ছিল, সেখানে প্যাভেল করে শহরের ১০০ জন প্রবীণকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ৮১ পেরিয়ে ৮২ ছুঁইছুঁই কৃষ্ণভজন ঘোষ।

সম্মিলনীর ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবের সময়কার কথা স্মরণ করে বলেন, ‘সেবার আমি নিজে গিয়ে বারাগসী থেকে সানাইবাদকদের এনেছিলাম। পুরো পাঁচদিন শিলিগুড়িকে ওঁরা সুরে ভরিয়ে দিয়েছিলেন।’ স্মৃতির পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখ



ঐতিহ্যবাহী মিত্র সম্মিলনীর শতবার্ষিকী দুর্গাপুজোয় এবার সাবেক ছাত্রের ‘দশপ্রহরগধারিনী’ প্রতিমা

মণ্ডপে সময়কে ধরা হয়েছে প্রাচীন ও আধুনিক ঘড়ির প্রদর্শনীতে

ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেনের আবহে ১০০ বছর আগের কথা ধরা পড়বে আলো ও শব্দের মায়ায়

বাপসা আর গলা ভারী হয়ে আসছিল তার। বলছিলেন চারু মজুমদারের স্ত্রী লীলা মজুমদারের কথা। ‘ভারী ভালো মানুষ ছিলেন



মণ্ডপে ঢোকার মুখে দর্শনাধীদের নজর কেড়েছে টয়ট্রেন। - সঞ্জীব সূত্রধর



পঞ্চমীর রাতে মণ্ডপে দর্শনাধীদের ভিড়। উত্তরাণে। ছবি : সূত্রধর



বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ১৫ অক্টোবর : পরিবারে কেউ মৃৎশিল্পী নয়। অথচ ছোট থেকেই মাটি দিয়ে পুতুল ও দেবদেবীর মূর্তি বানানোর ঝোঁক। মাত্র ১৫ বছর বয়সে কোনও প্রথাগত প্রশিক্ষণ ছাড়াই প্রায় ১১ ফুট দুর্গাপ্রতিমা বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিল ইসলামপুর রকের রামগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবনগর কলোনির নবম শ্রেণির পড়ুয়া কুণাল রায়। তার হাতে তৈরি প্রতিমা এবার দেখা যাবে ইসলামপুর রকের বলঞ্চা দুর্গামন্দিরে।

কুণালের বয়স যখন ছয়, তখন সে ছোট সরস্বতী প্রতিমা তৈরির মধ্য দিয়ে তার শুরু। এরপর কালী, গণেশ, বিষ্ণু, শনি, রাক্ষস সহ বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা তৈরি করেছে সে। এবার প্রথমবার দুর্গাপ্রতিমা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় কুণাল। প্রথমে মা-বাবা আপত্তি জানালেও নিজের ইচ্ছায় সে অনড় ছিল। প্রতিমা বিক্রি হোক বা না হোক, দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করবেই— এমনই পণ ছিল কিশোর শিল্পীর।

প্রথমে কুণালের তৈরি প্রতিমা দেখতে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলঞ্চার একটি পুজো কমিটি রূপ ফুটে উঠেই বাড়িতে ভিড় জমাতে শুরু করেন এলাকাবাসী। প্রতিমার মুখের ছাঁচ সে নিজেই তৈরি করেছে। তাকে সহযোগিতা করছে ষষ্ঠ শ্রেণির সানি মণ্ডল

বদলাচ্ছে পাহাড়ি গ্রামের অর্থনীতি

পর্যটকদের পছন্দ

নিরিবিবি পাহাড়

প্রতি বছরের মতো এবারও পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। তবে অতীতের তুলনায় কিছুটা হলেও কম। তবে যারা আসছেন, তাঁদের একটা বড় অংশই অফবিটের দিকে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : বাঙালির পায়ের তলায় সবে। তাই দুর্গাপুজোয় একদল যখন কাশফুলের আবহে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বেড়ান, অন্যদল তখন লটবহর নিয়ে বেরিয়ে পড়েন প্রকৃতির কোলে আশ্রয়ের খোঁজে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন বেড়বার জায়গার পরিবর্তন ঘটেছে। একসময় দার্জিলিংয়ের ম্যাল অথবা গ্যাংটকের মহাশা গান্ধি চক প্রথম পছন্দ হলেও, এখন পর্যটকরা খুঁজে নিচ্ছেন নিরিবিবি জায়গা। তাই কাফেরগাঁও, পেডং, সিংং, তিনচুলে, পাবং ও মাইরুনাগাঁওয়ের মতো অফবিট ডেস্টিনেশনে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের। পরিবর্তন ঘটছে পাহাড়ি গ্রামীণ এলাকার অর্থনীতি। কসংস্থানের পথ খুঁজে পাচ্ছেন তরুণ-তরুণীরা।

দুর্গাপুজো মানেই বিশেষ পর্যটন মরশুম। প্রতিবছর সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় জমে। তবে এবার দার্জিলিংয়ের ম্যাল কিংবা টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখার পাশাপাশি শান্ত পরিবেশে ছুটি কাটানোর প্রবণতা অনেকটাই বেশি। পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, করোনাকাল থেকে নিরিবিবি পরিবেশে সময় কাটানোর প্রতি পর্যটকদের আগ্রহ বেড়েছে। সেই প্রবণতাই এখন অফবিট পর্যটনের জনপ্রিয় করে তুলছে। আগাস্টের গোড়া থেকে টুর অপারেটরদের মাধ্যমে দুর্গাপুজোর যে বুকিং শুরু হয়েছিল, তা রয়েছে কালীপুজো

পর্যন্ত। অধিকাংশ হোমস্টে একশো শতাংশ বুকড। পুজোয় পর্যটকদের স্বাগত জানাতে হোমস্টেগুলিও সেজে উঠেছে আলোর মালায়। মংপুতে হোমস্টে লিজে নিয়েছেন রাজা সাহা। তাঁর কথায়, ‘এবার পুজোর মরশুমে ষষ্ঠী বাদে প্রতিদিনই বুকিং রয়েছে। পর্যটকদের নজর কাড়তে স্থানীয় খাবারের সুবন্দোবস্ত থাকছে।



সেজে উঠেছে কালিম্পংয়ের হোমস্টে।

এছাড়াও মেনুতে মোমো রাখা হয়েছে।’ পেডং, পাবং, কাফেরগাঁও ও মাইরুনাগাঁওয়ে হোমস্টে পরিচালনা করেন নবনীতা সরকার। তিনি বলেন, ‘পুজোর প্রতিটি দিনেই বুকিং রয়েছে। তবে এই মরশুমের বুকিং অবশ্য আশানুরূপ হয়নি।’ সিংংয়ের হোমস্টে মালিক ভূপাল থাপা জানান, ‘পুজোর মরশুমে একটি ঘরও ফাঁকা নেই। পর্যটকদের নজর কাড়তে প্রাতরাশ থেকে রাতের খাবারে স্থানীয় খাবারের আয়োজন থাকছে।’

তবে অফবিট পর্যটনে আগ্রহ বাড়লেও সামগ্রিক ব্যবসায় এখনও প্রত্যাশিত গতি আসেনি। শিলিগুড়ির পর্যটন ব্যবসায়ী সূজিত চন্দ বলেন,

‘প্রতি বছরের মতো এবারও পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। তবে অতীতের তুলনায় কিছুটা হলেও কম। তবে যারা আসছেন, তাঁদের একটা বড় অংশই অফবিটের দিকে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।’ কিংস্কর দত্তের কথায়, ‘আগাস্ট থেকেই বুকিং শুরু হয়েছে। তবে বেশিরভাগ বুকিং অফবিটের ক্ষেত্রে। নেপথ্যে শহরের পথে যানজট।’ অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের কনভেনার রাজ বসু বলেন, ‘এখন দার্জিলিংয়ে গিয়ে সেই ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু অফবিট ডেস্টিনেশনে সবই মিলছে। ফলে পর্যটকরা অফবিট ডেস্টিনেশনেই ছুটছেন। কোভিডকালের পর থেকেই অফবিট ট্যুরিজমের প্রতি পর্যটকদের যৌক বাড়ছে।’ সিআইআই নথীবেদনের ট্যুরিজম প্যানেল সভাট স্যান্যালের বক্তব্য, ‘এবার পর্যটন বাবসা খানিকটা গতিহীন। তবে পুজোর সময়কালে যারা আসছেন, তাঁরা শান্ত ও নিরিবিবি পরিবেশের খোঁজে অফবিট ডেস্টিনেশনেই আগ্রহ দেখাচ্ছেন।’

শ্রীচরণ



শতবর্ষে পদার্পণ করে ঐতিহ্যের ছোঁয়া ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে সেজে উঠেছে মিত্র সম্মিলনী। স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ, ১০০ জন প্রবীণকে সংবর্ধনা এবং অতীত স্মৃতির পুনর্নির্মাণে সাবেক প্রতিমা ও টয়ট্রেনের প্রেক্ষাপট ফুটিয়ে তুলে পুরো শহরকে উৎসবে শামিল করেছে এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাব।

ডিব্রাইডমেন্ট করে
চিকিৎসা চলাচ্ছে। এরপর
সেবের ওঠার এই সময়টা
খুব কঠিন। ডিসান
‘ফিনিক্স’ সাপোর্ট গ্রুপ
মাসিক দিকটা ভীষণ
ভাৰে জোর দেয়।

ডিসানের স্পেশালিস্ট
ডাক্তারদের এটাই
পূজোর বড় পাওনা যখন
তাঁরা সকলে মিলে
অতুলবাবুকে সুস্থ করে
বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

তাই উৎসবের দিনে যে
কোন ধরনের
এমার্জেন্সি তে চিকিৎসা
মানেই ডিসান – তাই
জানাই তো একবাক্যে
বলা যায় তোমার ছুটি
আমার নয়।

DESUN
HOSPITAL

আ মরি বাংলা ভাষা...

বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্য সরকারের যাবতীয় কাজকর্ম বাংলা ভাষায় করা হবে। সেদিন ভাষা-অনুরাগীদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক একটি ঘটনা মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণাকে অসার প্রমাণ করেছে।

শিলিগুড়ির কাছে কাওয়াখালিতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত একটি সরকারি অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গুজরাটের একটি সংস্থাকে। ওই সংস্থাটি কোনও উপযুক্ত বাঙালি সঞ্চালক জোগাড় করেনি। ফলে অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা হাছল হিন্দি ভাষায়। অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত অভ্যাগতরা এতে বিরক্তি প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হননি। শ্রোতাদের অভিযোগের মুখে পরবর্তী সময়ে অন্য একজন সঞ্চালককে অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর বাংলা উচ্চারণও নির্ভুল ছিল না। তাঁর উচ্চারিত শব্দাবলির মধ্যে হিন্দি শব্দের অনূপ্রবেশ শ্রোতাদের কাছে ঋণত্বকৃৎ বোধ হয়। শ্রোতাদের বিরক্তি উৎপাদনের পাশাপাশি ওই অনুষ্ঠান একাধিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রথমত, গুজরাটের সংস্থাকে এই রাজ্যের সরকারি অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার পিছনে কি পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের দায়বদ্ধতা ছিল?

দ্বিতীয়ত, যে সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য একজন শুদ্ধ বাংলাভাষী সঞ্চালক নিয়োগ করতে পারে না, তাদের ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা কতখানি যুক্তিসংগত? বিতর্কের মুখে পড়ে রাজ্যের শাসকদলও অত্যন্ত বিব্রত। এই ঘটনা সাক্ষ্য দিচ্ছে, সরকারি স্তরের নির্দেশিকা যাই হোক, কার্যক্ষেত্রে তা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। শিলিগুড়ির কাছে কাওয়াখালিতে সরকারি দপ্তর পরিচালিত সাম্প্রতিক অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক তৈরি হল, তা প্রশাসনিক গাফিলতি এবং ভাষার অধিকারের প্রশ্নটিকে নড়ুন করে জাগিয়ে তুলল।

কাওয়াখালির এই অনিভিয়েত ঘটনার পর রাজ্যের বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে, পশ্চিমবঙ্গে কৌশলে হিন্দি ভাষার ব্যবহারকে প্ররোচ দেওয়া হচ্ছে। সরকারি স্তরে কঠোর নজরদারির অভাবে বহিরাগত সংস্থাগুলি স্থানীয় সংস্কৃতি ও আবেগকে যদি গুরুত্ব না দেয়, তাহলে জনমানসে তার প্রভাব পড়বে। যখন সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে থেকে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, তখন সরকারেরই একটি দপ্তর যদি সেই নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতা এবং উদাসীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষের মতো একটি বহুভাষিক ও বহুমাত্রিক দেশে ভাষা অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। এখানে ভাষার অধিকার রক্ষায় বহু আন্দোলন হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে ভাষার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ১৯৫২ সালে তেলুগু ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং তেলুগু ভাষাভাষীদের জন্য পৃথক অল্পপ্রদেশ রাজ্যের দাবিতে আমরণ অনশনে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গান্ধিবাদী পতি ভীরালাল। তাঁর সেই আত্মবলিদান ভারতের ইতিহাসে ভাষার গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

শুধু দক্ষিণ ভারত নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে হিন্দির আগ্রাসন বা জোরপূর্বক হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। কাওয়াখালির ঘটনা ভারতের পুরোনো ও চিরন্তন ভাষা-বিরুদ্ধতের নতুন করে উসকে দিল। এটি কেবল একটি অসুস্থান সঞ্চালনা সংক্রান্ত ভুল নয়, বরং এর গভীরে লুকিয়ে আছে নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার লড়াই। বহিরাগত সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের আরও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত যাতে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

সরকারের মাধ্যম রাখা উচিত যে, এই ধরনের অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থাকে দিলে একদিকে যেমন রাজ্যে কর্মসংস্থানের পরিসর বাড়ে, অন্যদিকে তেমন অহেতুক বিতর্কের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রশাসনিক স্তরে কঠোর পদক্ষেপ এবং নজরদারি না থাকলে, মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছা কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থেকে যাবে এবং কার্যক্ষেত্রে মাতৃভাষার এই ধরনের অবমাননা পুনর্বার ঘটলে রাজ্যবাসীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অভএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বশ্র ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজাত আটক পরিয়া লাল্লনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া উর্ধ্ব অধঃগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির দাবীকে হইতেছে সত্যতরের দাস অভিনাম অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিঘ্ননাথ থাকেন। কালানীই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যাবলীকে স্মরণ করিতে পারে না।

—ঐশ্বরী কেবলানাথ



একতার বন্ধনেই উৎসবের আনন্দ

আমরা বাঙালি বৈচিত্র্যপ্রেমী। আমরাই আমাদের জীবনকাব্যের রূপকার, আর সেই বৈচিত্র্যেরই স্মরণে ঘটে পুজো নামক মিলনমেলার। এই উৎসবপ্রিয়তার নেপথ্যে রয়েছে বঙ্গপ্রকৃতির অনুপম রূপশ্রী। ঋতুচক্রের সূরে সুর মিলিয়ে আমরা মেতে উঠি বারো মাসের তরোে পার্বণে। কত প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে আমরা সারা বছর অপেক্ষায় থাকি প্রাণের উৎসব দুর্গোৎসবের। নতুন পোশাকে ও মেজাজে ভুলে যাওয়ায় চোঁকা করি ফেলে আসা দুঃখদিনের কথা।

মায়ের পুজো এখন বিশ্বজনীন। তাই পুজোয় আমাদের কার্পণ্য নেই, স্বাদ্বা, ভক্তি, ভালোবাসা

সম্পাদক ও স্তম্ভাধিকারী : সব্যাসচাঁ তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রচারসাক্ষি ত্রুক্ষরতী কর্তৃক স্হাসচক্র তালুকদার সরগি, সুভাষপরি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাস, গ্লেনসহরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বহু সরগি, কলকাতা ৭০০০০১, মোবাইল : ৯৩৭৩২৪০৪০। অলপাণ্ডিগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আশিপুরদুয়ার অফিস : এমবিএসটিসি ডিপোয় পাশে, আশিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৪৬৪৪৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : ব্রিহাদ আবাসন, ব্রিড্‌ও ফোর (নেওজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্রি, বাঁধ রোড, মালদা ৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০০৫৮৫৪৫। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল মাদনলজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞান : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৬৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor at

Siliguri, West Dengal, Pin 734001, Printed at Jaleswar, West Dengal, Pin 735135, Regn. No. 35012

and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mall : uttarbangasambad@hotmail.com,

Website : http://www.uttarbangasambad.in

ডামডিমের বোকার শেদ্রায় নালন্দার ছায়া

ডুয়ার্সের নির্জন সবুজে বৌদ্ধ দর্শন, কঠোর অনুশাসন আর প্রাচীন শিক্ষাপরম্পরার এক স্বতন্ত্র জগৎ।



শুধু প্রকৃতি নয়, হিমালয়-বাংলার মানবসংসার-সংস্কৃতির নানা বর্ণনায় রূপ ও স্পন্দন আছে। ডুয়ার্সের সেরকমই এক তিক্ততগ্নদ্বী

মানুষ গড়ার আতুরশ্রমে নাম ডামডিমের ‘বোকার শেদ্রা ওবার চিমেলিং ইনস্টিটিউট অফ হাইয়ার বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ’। একদিকে পাহাড়ি ঢাল, অন্যদিকে পাথুরে অরণ্যখোলা নেওড়া, রাঙ্গমাটি ও রানিরেয়ার সবুজ, নদী আর নয়নাভিরাম চা বাগান। তার সঙ্গে নেওড়াভালির অরণ্যছায়া। পূর্ণমোচী গাছ, শ্যাওলা আচ্ছাদিত ওক আর রহস্যময় সবুজের মাঝে মিষ্টি, আপন ডামডিম। এই ডামডিম আর নেওড়াভালির একই আকাশ, একই বাতাস! হয়তো এদের ইখারের গন্ধও এক! আকাশের আইনশুখলা ঠিক থাকলে নেওড়ার সুন্দরী মাগপাইই, সবুজলোভা মোটিন, নীলাভ বসন্ত বৌরি ও বাবটুসকি পাখির ডামডিমে উড়ে এসে বেড়িয়ে যায়।

ডামডিমে স্থলসেনারা ছাউনি পেতেছে অনেকদিন। কিন্তু তবু সেনা ব্যারাকের হিংস কামানের পাশেই গড়ে উঠেছে শান্তির এই অপূর্ব বৌদ্ধমঠ! শান্তির এই আতুরে ক্যাম্পাসের প্রবেশদ্বারের পরিবেশও আশ্চর্যদার দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও ডামডিমের এই অতিকায় বৌদ্ধমঠের ভেতরের ধ্যানগভীর পরিবেশ দেখলে মনে হবে এটাই ডুয়ার্সের ‘মিনি তিব্বত’, আর যদি এর ভেতরের নানাব্যয়সি আবাসিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ‘নিঃশব্দ বংকার’ অনুধাবন করা যায় তাহলে মনে হবে এখানে তো দু’হাজার বছরের ‘আদি নালন্দা’র দীর্ঘ ছায়া! আর সত্যিসত্যিই তো, রাজগিরের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বা তিব্বতের চম্পু উপত্যকাও এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়! ফলে নালন্দা ও তিব্বতের ছায়া, কয়া ও ময়া এখানে পড়বেই!

এই অবৈতনিক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-সন্ন্যাসী হিসেবে ভর্তি হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা কেবলমাত্র বৌদ্ধ দর্শন ও সংস্কৃতিতে আন্তরিক আগ্রহ। শিক্ষাসনের শৃঙ্খলা, অনুশাসন, জ্ঞানার্জনের একাগ্রতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে উত্তরবঙ্গের একটি অনন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বাতিঘর বলা যায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু পুরুষদেরই জন্য। যেমন গুলমা অরণ্যের কোলে তুরিবাড়ি বৌদ্ধশ্রমটি কেবলমাত্র মেয়েদের। বোকার শেদ্রা বৌদ্ধমঠে নেপাল, ভুটান, সিকিম, অরুণাচল ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা ৫ থেকে ৫০ বছর বয়সি প্রায় ৩৫০ জন আবাসিক শিক্ষার্থী আছে। এঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে পুরোপুরি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা বৌদ্ধভিক্ষু হবেন এই স্বপ্ন নিয়ে এখানে এসেছেন। যেমন এখানে এখন যিনি প্রশাসনিক প্রধান তিনি দার্জিলিঙের লামাহাটার বছর তিরিশের দায়িলমো সম্প্রদায়ের তরুণ; তিব্বতি, হিন্দি, ইংরেজি, নেপালিতে পঢ়়ি, আঙুয়ান বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, থুপতেন ইয়েরফেল। ৮ বছর বয়সে থুপতেন পূর্ণসময়ের জন্য বৌদ্ধশ্রমে নাম লিখিয়েছিলেন। প্রথমে মিরিকে, পরে কর্ণাটকে, বৌদ্ধচর্যায় সূত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের দীর্ঘ পাঠক্রম শেষ করে উক্টোরি করে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। অত্যন্ত বিনয়ী ও অন্তর্মুখী তরুণ কিন্তু তাঁর সমসাময়িক বুদ্ধিমত্তা, সপ্রতিভতা ও বিশ্বজ্ঞান তারিফযোগ্য।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য



ক্রাস চলেছে বোকার শেদ্রা ওবার চিমেলিং ইনস্টিটিউট অফ হাইয়ার বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চে। ছবি : লেখক

ডামডিমের এই বোকার শেদ্রায় বৌদ্ধচর্যা শিক্ষার্থী-সন্ন্যাসীরা সারাদিনে ১৭ ঘণ্টা অধ্যয়ন বা নানারকম শিক্ষামূলক কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং ৬-৭ ঘণ্টার মতো সময় ঘুমোতে পারেন। তবু এদের সবার মুখে শিশুর মতো হাসি। সকাল ৫টায় এখানকার ৩৫০ শিক্ষার্থী ও গুরু-সন্ন্যাসীদের ঘুম ভাঙে এবং সঙ্গে সঙ্গেই পবিত্র স্নানের মধ্য দিয়ে তাদের নানা কুছুসাধনের মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন কাজ শুরু করতে হয়। কাজ তো

দেওয়া হয়।

প্রাথমিক ও প্রাথমিকোত্তার আচার্য শিক্ষার কোর্স শেষ করতে অন্তত ২০-২২ বছর কেটে যায়। ডামডিমের বোকার শেদ্রায় এখন ৮-৯ জন শিক্ষার্থী বৌদ্ধ দর্শনের ওপর ‘গেশে’ বা ‘পিএইচডি’ করছেন।

এই বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-সন্ন্যাসীর সংখ্যা প্রায় ৭০। তাদের সবাইকেই প্রতিদিন সকালে আড়াই ঘণ্টা প্রভাতী দিয়ে তাদের নানা কুছুসাধনের মধ্য দিয়ে দর্শন শিক্ষাক্রমের একটি অন্যতম জরুরি

ডুয়ার্সের ডামডিমে বোকার শেদ্রা ওবার চিমেলিংয়ের আবাসিক জীবনে দিন কাটে সূত্র ও তন্ত্রের পাঠ, দর্শন নিয়ে বিতর্ক, ভাষা, মণ্ডলচিত্র এবং ধর্মীয় আচার অনুশীলনে। নানা বয়সের শিক্ষার্থী এখানে দীর্ঘ শিক্ষাসাধনায় যুক্ত। চারদিকে চা বাগান, অরণ্য আর পাহাড়ি নদীর আবহ, ভিতরে কঠোর অনুশাসনের জগৎ। বৌদ্ধ দর্শনের ঐতিহ্যগত পাঠের পাশে আধুনিক বিষয়ও পড়ানোর চেষ্টা রয়েছে। নালন্দার ছায়া এখানে ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের দাবি নয়, বরং জ্ঞান, যুক্তি ও মননের পরিবেশের এক তুলনামূলক অনুভব। দীর্ঘ অধ্যয়ন এখানে প্রতিদিন ধর্মীয় আচার, যুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণেরও পরীক্ষা।

নয়, যেন অনাবিল এক শান্তির স্বপ্নে মজে আছে সকলেই। কিন্তু বোকার শেদ্রায় কঠিন অনুশাসন। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ৮টায় প্রাতঃরাশ শেষ করেই এখানে প্রত্যেককে যার যার ক্লাসে পৌঁছে যেতে হয়। ৯টা অবধি চলে তিব্বতি মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের সেক্ষ-স্টাডি। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী সন্ন্যাসীরা বজ্রযান মতে বৌদ্ধ দর্শনের মূল ভিত্তি বা ‘সূত্রের পাঠ’ নেন। ৫-৭ বছরের ‘সূত্র’ পাঠক্রম শেষ করে, সিনিয়্যার সন্ন্যাসী শিক্ষার্থীরা ‘তন্ত্র’ বা গোনপ ‘বজ্রযান’ শাস্ত্রের গভীর শিক্ষা নেন। এই তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষাক্রম কম করেও ১৫ বছরের। বজ্রযানের নিম্নমর্যাদি অনুযায়ী সিনিয়্যার সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে এখানে কণাটিকে, বৌদ্ধচর্যায় সূত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের দীর্ঘ পাঠক্রম শেষ করে উক্টোরি করে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। অত্যন্ত বিনয়ী ও অন্তর্মুখী তরুণ কিন্তু তাঁর সমসাময়িক বুদ্ধিমত্তা, সপ্রতিভতা ও বিশ্বজ্ঞান তারিফযোগ্য।

বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই

বিষয়। সকলকেই ঐতিহ্যগত বৌদ্ধ দর্শনের পাঁচটি মূল বিষয়, যেমন প্রমাণ শাস্ত্র, বিতর্ক, প্রজ্ঞাপারমিতা, মহাযানী বৌদ্ধদর্শনের শুন্যতা এবং বোধিসত্ত্বের বোধিচিতি লাভের পথ ও সাধনা বিষয়ে কঠিন পাঠ নিতে হয়। তারপর চলে পালি, সংস্কৃত এবং তিব্বতি ভাষা, ব্যাকরণ, লিপি ও ক্যালিগ্রাফি বা হস্তাক্ষর সুন্দর করার অনুশীলন। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর চলে বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান, চারুকলা, পুজো ও মন্ত্রোচ্চারণ, বৌদ্ধ মায়াজাল, সূত্র ও মন্ত্রের সঠিক উচ্চারণ সহ সুর করে গাওয়ার অনুশীলন। বিকেলে চা পানের বিরতির পর ফের মণ্ডল আটের ক্লাস, অর্থাৎ বালি বা নু দিয়ে পবিত্র জ্যামিতিক নকশা বা মণ্ডল তৈরি এবং থাংকা চিত্রাঙ্কন শিল্পের রংতুলির প্রশিক্ষণ। এবং এই পর্বে এর সঙ্গে জড়বে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা সহ মহাকালপুজো ও একাগ্রতার অনুশীলন।

বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই

বুলডোজারের নীচে চাপা পড়ে আনন্দ

শহর পরিচ্ছন্ন রাখার তাগিদে জীবিকা হারানো মানুষের অধিকার ও পুনর্বাসনের বিষয়টি জরুরি।

অনুক্ষা বর্মন



প্রতীকী।

করা সহজ; কিন্তু বহু বছর সেখানে নির্ভরশীল মানুষটির পরের শিল্পের রোজগার কোথা থেকে আসবে, তার উত্তর দেওয়া কঠিন। শহরের সৌন্দর্য্যধানে এই প্রশটিও সমান গুরুত্ব পাওয়া উচিত। ফুটপাথ পুরোগুরি ফাঁকা রাখা একমাত্র সমাধান হতে পারে না।

এখানেই পুনর্বাসন ও বিকল্প জীবিকার প্রসঙ্গ আসে। ২০১৪ সালের স্ট্রিট ভেভার্স আইন রাস্তার বিক্রেতাদের জীবিকা রক্ষা ও ব্যবসাকে নিয়মের মধ্যে আনার উদ্দেশ্যে তৈরি। আইনে ভেঙে কমিটির মাধ্যমে সমীক্ষা, জোন নির্ধারণ ও সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা রয়েছে। সমীক্ষা ও সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে বিক্রেতাদের উচ্ছেদ বা স্থানান্তর না করার বিধানও রয়েছে। জনস্বার্থে কোনও অঞ্চলকে ভেঙে নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা ও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় স্থানান্তরের বিধানও আছে। তাই আইনকে শুধু প্রশাসনের ছাড়পত্র হিসেবে দেখলে চলবে না; এর উদ্দেশ্য নিয়ম ও জীবিকার মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করা।

তবে এই সূরক্ষা সমীক্ষা ও নির্দিষ্ট বিধির সঙ্গে যুক্ত, সবসময়

একইভাবে প্রয়োজ্য নয়। বাস্তবে সেই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করাই সমস্বপ্নে বড় চ্যালেঞ্জ। প্রত্যেক বিক্রেতার পরিস্থিতি এক নয়। কারও কাছে ভেঙে সার্টিফিকেট আছে, কারও কাগজপত্র অসম্পূর্ণ, কারও বেকান পুর এলাকা, কারও রেলের অরীহো। ফলে সব ক্ষেত্রেই একই নিয়ম প্রয়োজ্য হতে পারে না। প্রশাসনিক জটিলতা মানুষের জীবিকার প্রশ্নকে অদৃশ্য করতে পারে না। সমীক্ষা, স্বচ্ছ নোটিশ এবং উপযুক্ত বিকল্প জায়গা নিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা থাকলে উচ্ছেদের ঝাঁকা কমানো সম্ভব। এতে পথচারীর অধিকার রক্ষা পায়, বিক্রেতার জীবনও অনিশ্চয়তায় ঠেলে যায় না। সঠিক পরিকল্পনায় সংঘাত কমে।

উৎসবের আনন্দ সবার কাছে পৌঁছানোর কথা। আলোকসজ্জা যেমন শহরের পরিচয়, ফুটপাথের ছোট পসরা এবং পরিষ্কারী মানুষের জীবনও তারই অংশ। পুজোর বাজারে তাঁদের আয় বাড়ার কথা, অথচ জায়গা হারালে সেই সুযোগ হারায়। পরিবারের কাছে এই দোকান শুধু আয় নয়; এটি সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রতিদিনের নিশ্চয়তার ছোট অবলম্বন।

তাই পরিচ্ছন্ন ও মানবিক শহরকে পরম্পরের বিরোধী করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ও সংবেদনশীলতা। উন্নয়ন তখনই পূর্ণতা পায়, যখন সৌন্দর্য বাস্তবের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারও সমান গুরুত্ব পায়।

উচ্ছেদের এই নিরাসক্ত রাজনীতি আজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, গোটা রাজ্যের ইমারতে রয়েছে প্রলেপ পড়লেও, খসেছে মানবিকতার পলেস্তারা। আনন্দময়ীর আগমনে বৈষম্য নেই, উৎসবও আলো ছড়াচ্ছে তার চিরাচরিত নিয়মে। একদিকে উৎসব সবার, কিন্তু বেঁচে থাকার অধিকারটুকু কি কেবল ক্ষমতাবানদের?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৮৩

আজকের দিনে জন্মেছিলেন অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৪৮

অভিনেত্রী হেমা মালিনী জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত



এই যে রং করা হয়েছে (চিংড়িঘাট উড়ালপুলে), সেটা ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলে করা হয়েছে। ওঁরা বলেছেন, অ্যাটি স্ক্রিড উপকরণ আছে ওই রঙে। তাই এর জন্য বাইক স্ক্রিড করেছে, বলা যায় না। বৃষ্টিতে তো স্ক্রিড করেই বাইক। শুনেছি, ওখানে বাইক চালাতে চালাতে রিল বানানোর চেষ্টা চলছিল। তাতে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। গাড়ি স্পিডে গেলে স্ক্রিড করতে পারে। বৃষ্টি হলে উড়ালপুল বন্ধ করে দেওয়া হবে বাইকের জন্য।

- অজয় নন্দ

পুলিশ কমিশনার, কলকাতা

ভাইরাল/১



৭৫-এর বৃদ্ধ ও ৩০-এর তরুণীর প্রেম! বয়স যে ভালোবাসায় বাধা হতে পারে না, তা প্রমাণ করলেন উত্তরপ্রদেশের ওরাইয়া জেলার রামসুগার এবং রিল ক্রিয়েটর রানি রাজপুত। মেয়ের বন্ধুর সব্বাদে রামসুগারে গিয়েছিল যেভাবে ছিল রানির। সেখান থেকেই প্রেম। সম্প্রতি আংটি বদল সেরেছেন তারা। তাদের বাগদামনে ছবি সমাজমাধ্যমে দাবানলের মতো ছড়িয়েছে।

ভাইরাল/২



এটিএম উপাড়ে নেওয়ার দুঃসাহসিক চেষ্টা! মুখ ঢেকে দৃষ্টভীদের একজন আলওয়ারের এটিএমে ঢোকে। প্রথমে সিসিটিভি ক্যামেরার লেন্সে কালো রং স্পে করে। এরপর বাইরের গাড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে এটিএম মেশিনটি শক্ত করে বেঁধে টেনে উপাড়ানোর চেষ্টা করে। সেইসময় কয়েকজন পথচারীকে আসতে দেখে এটিএম ফেলে চম্পট দেয় তারা।

শকরজ ■ ৪৫৭৭

☆	১	২	☆	৪	☆
☆	৩	☆	৫	☆	☆
☆	৬	☆	৭	☆	☆
☆	৮	☆	৯	☆	☆
☆	১০	☆	১১	☆	☆
☆	১২	☆	১৩	☆	☆
☆	১৪	☆	১৫	☆	☆
☆	১৬	☆	১৭	☆	☆

পাশাপাশি : ১। শকুনির ছেলে ৩। রাক্ষস অথবা পাখি ৫। শরীরের আঘাতগ্রাস্ত স্থান ৬। অমঙ্গলজনক পরিস্থিতি ৮। যা কমে আসছে ১০। ঘরোয়া আসরের উপযোগী ১২। যার খোঁজ নেই ১৪। কাব্জের হুজির ভক্তি ১৫। মুসলমানদের বিধবা বিবাহ ১৬। বিনাশশীল, যার শেষ আছে।

উপর-নীচ : ১। বোড়ের চালে কিস্তি ২। অমণথকে থেকে ছিটকে যাওয়া ৪। দফের ১৩ মেয়কে বিয়ে করেছিলেন এই ঋষি ৭। গর্ব, দর্প বা উদ্ধতা ৯। তেল বের করার যন্ত্র ১০। কর্ণের আর এক নাম ১১। অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক আকার ১৩। যানবাহনে পা রাখার জায়গা।

সমাধান ■ ৪৫৭৬

পাশাপাশি : ১। কমলা ২। উগ্রচণ্ডা ৪। কলাপ ৫। মারকুটে ৭। নীবি ১০। মশা ১২। রেরজাল ১৪। চরম ১৫। হিমালয় ১৬। কবরী। উপর-নীচ : ১। বোড়ার ১। লাকড়ি ৩। উপমান ৬। কুটুম ৮। বিভটার ৯। অপচয় ১১। শাকগ্তরী ১৩। ধমক।



গুপ্তচর বিড়ালের করুণ কাহিনী



সত্তরের দশকে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা শত্রুদের গোপন কথা শোনার জন্য এক অভিনব প্রোজেক্ট শুরু করে। তারা একটি জ্যাস্ট বিড়ালের কানের ভেতর মাইক্রোফোন এবং পেটের ভেতর ব্যাটারি বসিয়ে তাকে গুপ্তচর হিসেবে ট্রেনিং দেয়। এই অপারেশন অ্যাকোস্টিক কিটি নামের প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ হয়েছিল। কিন্তু প্রথমদিনেই গুপ্তচর বিড়ালটিকে রাস্তার ধারে ছেড়ে দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি চলন্ত ট্যাক্সির নীচে চাপা পড়ে সে মারা যায় এবং পুরো প্রোজেক্ট বাতিল হয়ে যায়।

তলোয়ার হাতে আধুনিক যুদ্ধ



দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন সব দেশের সেনারা মেশিনগান আর বোমা নিয়ে লড়াই করছে, তখন জ্যাক চার্লিস নামের এক ব্রিটিশ সেনা এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছিলেন। তিনি যুদ্ধে যেতেন একটি প্রাচীন লম্বা ধনুক, তিরের খাপ এবং স্কল্যাবন্ডের ঐতিহ্যবাহী এক বিশালা তলোয়ার হাতে নিয়ে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধে তলোয়ার ছাড়া যাওয়া মানেই একজন সেনার সাজ অসম্পূর্ণ। এই অবস্থায় তিনি জার্মান সেনাদের আক করে দিয়ে সতি সতিই সফল অভিযান চালিয়েছিলেন।

ডুবন্ত জাহাজ থেকে ফেরা

ভ্যালেটে জেসপ নামের এক নার্স সামুদ্রিক ইতিহাসের এক জীবন্ত বিস্ময়।তিনি উনিশশো এগারো সালে অলিম্পিক জাহাজের কর্মী ছিলেন, যা এক দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। এরপর তিনি বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজে যোগ দেন এবং সেটি ডুবলে লাইফবোট চেপে কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচান। কয়েক বছর পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি আবার ব্রিটানিক নামের একটি বিশাল জাহাজে নার্সের কাজ শুরু করেন এবং সেই জাহাজটিও মাইন বিস্ফোরণে ডুবে যায়। অবিশ্বাস্যভাবে তিনি এই তৃতীয়বারও মৃত্যুকে ফাকি দিয়ে বেঁচে ফিরেছিলেন।



ক্ষমা চেয়ে

প্রথম পাতার পর

তার ভিত্তিতে হলফনামায় স্বরাষ্ট্রসচিব জানান, গত ১০ অক্টোবর রাত ১০টা পর্যন্ত ইন্টারনেট বন্ধ রাখতে দিল্লি পুলিশের আবেদনের গুরুত্ব বিচার করে এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা বিদগ্ধ হওয়া আটকাতে সংগতিপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ওই আবেদনকে অনুমোদন দেওয়া হয়। তাঁর বক্তব্য, ৯ অক্টোবর রাত ১০টা থেকে ১০ অক্টোবর রাত ১০টা পর্যন্ত রাইসিনা হিলসের ৪ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে শুধু মোবাইল ও ইন্টারনেট বন্ধ রাখা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় স্বীকৃত পদক্ষেপ। বৃধবাবু গভীর রাতে সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা পৃথক হলফনামায় দিল্লির পুলিশ কমিশনার অনুরাগ কুমার জানান, গত ২০ জুলাইয়ের আগের বিক্ষোভের সময় শর্ত লঙ্ঘন ও হিংসার কারণে ককরাচট জনতা পার্কার ১০ অক্টোবরের কর্মসূচিতে অনুমতি দেওয়া হয়নি।

হলফনামায় বলা হয়েছে, যে সংগঠনটি ২০ জুলাইয়ের বিক্ষোভে গণহিংসা, সম্পত্তি ধ্বংস এবং সাধারণ মানুষকে আহত করার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির স্বার্থে পুলিশ পদক্ষেপ দিতে পারেন না। হলফনামায় দিল্লি পুলিশের দাবি, বিক্ষোভকারীরা নিষাধিত শতাব্দি লঙ্ঘন করে সংসদ ভবনের দিকে এগোনোর জন্য জমায়তে করেছিলেন।

এছাড়া ২০ জুলাইয়ের বিক্ষোভে প্রায় ২৪০ জন পুলিশ ও মহিলা পুলিশকে আহত হয়েছিলেন বলেও হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। গত ৬, ৭ এবং ৮ অক্টোবরের বিক্ষোভ সম্পর্কে হলফনামায় বলা হয়েছে, ওই ঘটনাগুলিও আইনশৃঙ্খলা ও ট্রাফিক সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টি করেছে। মেট্রোয় বিধিনিষেধকেও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ বলা হয়েছে। যদিও দাবি করা হয়েছে, দিল্লির মোট ৩০৩টি মেট্রো স্টেশনের মধ্যে মাত্র ১৫ শতাংশ নেটওয়ার্কে নিষেধাজ্ঞা সীমাবদ্ধ ছিল। এই যুক্তি দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে অবমাননার নোটিশটি খারিজ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

যাওয়ার আগে পূজোর সময় জেনে নিলে শেষমহুর্তের বিভ্রান্তি এড়ানো সম্ভব। চারদিনের দুর্গাপূজো এবার পাঁচদিনে।সপ্তমী দু’দিন ধরে পালিত হওয়ায় উৎসবের আনন্দও বাড়তি। মহালায়ার পরদিন থেকেই উৎসবের আমেজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তৃতীয়া থেকেই বিভিন্ন মণ্ডপ জমজমাট। চতুর্থী থেকে মণ্ডপগুলিতে ভিড় উপচে পড়তে শুরু করে। এবার সপ্তমী দু’দিন হলেও ভিড় যে কমবে না, তা বালী বাহলা।

বস্ত্রহারাটের মৌমিতার মতো মালদার অনুপ হালদার, আলিপুরদুয়ারের ঋতম বসু, জলপাইগুড়ির তিথি হালদার কিংবা শিলিগুড়ির তমালিকা দত্তেরও লক্ষ্য এক, পূজোর দিনগুলিতে যতটা সম্ভব আনন্দ করা। রোজকার জীবনের চাপ সামলাতে আনন্দের জুড়ি নেই। কিন্তু সপ্তমীর রাতে রাতভর আনন্দ করতে গিয়ে অষ্টমীর অঞ্জলি যেন হাতছাড়া না

দুই পরমাণু বোমার সাক্ষী



ইতিহাসে সূতোমু ইয়ামাগুচি নামের এক জাপানি ব্যক্তির ভাগ্য একই সঙ্গেচরম খারাপ এবং দারুণ ভালো ছিল। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে কাজের প্রয়োজনে তিনি হিরোশিমায় গিয়েছিলেন, ঠিক যেদিন সেখানে প্রথম পরমাণু বোমা পড়েছিল। মারাত্মক দন্ধ হয়েও তিনি বেঁচে যান এবং নিজের শহর নাগাসাকিতে ফিরে আসেন। তিনদিন পর যখন তিনি তাঁর অফিসে বসে হিরোশিমার গল্প বলছেন, ঠিক তখনই দ্বিতীয় পরমাণু বোমাটি নাগাসাকিতে আঘাত হানে। আশ্চর্যের বিষয় হল, তিনি এই দ্বিতীয় বিস্ফোরণ থেকেও জীবিত ফিরেছিলেন।



কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় গ্রামে হয় দুর্গাপূজো। সেখানেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রতিমা। বৃহস্পতিবার হিলিতে। ছবি : মাজিদুর সরদার

জিও’র আইপিও ২১ অক্টোবর

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর : ভারতের শেয়ার বাজারে ইতিহাস গড়তে চলেছে রিলায়েন্স গোল্টার ডিজিটাল ও টেলিকম সংস্থা জিও প্ল্যাটফর্ম। প্রায় ৩০,২১৩ কোটি টাকা তোলার লক্ষ্যমাত্রায় তারা নতুন আইপিও বাজারে আনছে। আগামী ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত এই আইপিও-তে আবেদন করা যাবে। এর শেয়ার প্রতি দাম ধার করা হয়েছে ১,০৬৫ থেকে ১,১১৯ টাকার মধ্যে। সবাধিক ২৭ কোটি নতুন শেয়ার বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থাটির। বৃহস্পতিবার আকাশ আর্থানি ও ঈশা আর্থানি মুম্বইয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন। এর ফলে সংস্থাটির বাজারমূল্য প্রায় ১০.৩ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ফের হেপাজতে উদয়ন

কোচবিহার, ১৫ অক্টোবর : এসসি, এসটি প্রিভেনশন অফ অ্যাক্টেসিটিস অ্যান্ড এ বিধায়কের দায়ের করা মামলায় ফের তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হল তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে। মামলার শুনানির জন্য বৃহস্পতিবার কোচবিহারের স্পেশাল কোর্টে তোলার জন্য উদয়নকে রায়গঞ্জের জেল থেকে নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন মামলায় গণ কয়েকমাস ধরে জেলে রয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী। এই অবস্থায় সম্প্রতি দিনহাটার বিধায়ক অজয় রায় তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

প্রথম পাতার পর

শিল্পী রায় অবশ্য বৃধবাবুই এই প্রকল্পের টাকা পেয়ে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবারের চলে এসেছিলেন টাউন সেশন বাড়ীতে। নাতিনের জন্য জামা কেনার পরিকল্পনা আগে থেকেই ছিল। নিজের জন্যও প্রয়োজন একছোড়া জুতো। শিল্পীর কথায়, টাকার কিছুটা সমস্যা ছিল। যোজনার টাকা মেলায় সেই সমস্যা আর থাকল না।

চয়নপাড়ার তাপসী বর্মনের কাছে অম্পূর্ণা যোজনার টাকা নতুন নয়। আগেও এই প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন। তবে পূজোর সময়টায় এই টাকা বাড়তি অনেক চাহিদা মেটাবে ধরে নিয়ে তিনিও খুব খুশি। ফোনে উচ্চস্র প্রকাশ করে বলেন, ‘পূজোয় বেরোলেই তো খরচ। ভাগিস টাকাটা চুকল। বিজয়ার পর বাড়িতেও মিষ্টি, নাড়ু রাখতে হয়। সেই খরচটা তো এতে উঠে আসবে।’

মহিলাদের পাশাপাশি স্বস্তি ফিরেছে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেও।

জিও’র আইপিও ২১ অক্টোবর

আলিপুরদুয়ার, ১৫ অক্টোবর : ট্রেনের কামরায় অপরাধমূলক কাজকর্ম রুখতে এবার সিসিটিভি নজরদারি বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে রেল। সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেস সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার ট্রেনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু করেছেন রেলকর্তারা। পরিকল্পনা কার্যকর হলে প্রতিটি কামরার দরজার সামনে বসানো ক্যামেরার মাধ্যমে যাত্রীদের ওঠানারায় ওপর নজর রাখা সম্ভব হবে। তবে কোন কোন ট্রেনে, কবে থেকে এই ব্যবস্থা চালু হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

রেল সূত্রে খবর, বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনে ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। কিন্তু সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেসের মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনে এখনও এই ব্যবস্থা চালু হয়নি। সম্প্রতি সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেসে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। প্রায় এক বছর আগে সিকিং এক্সপ্রেসেও এক মহিলা যাত্রী শ্রীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ করেছিলেন। এমন ঘটনার পর ট্রেনে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি জোরালো হয়েছে। যাত্রীদের নিরাপত্তায় ট্রেনে একসক্টের ব্যবস্থা থাকলেও নজরদারির পরিকাঠামো আরও

আরও চাক্সা বাজার

অক্টোবরের বেতন ও ঘোষিত বর্ধিত মহাধঁ ভারত টাকা হাতে আশায় অনেকেই বকেয়া কেনাকাটা সারতে চাইছেন। সরকারি কর্মচারী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ময়েরের একটি ল্যাপটপ প্রয়োজন। বেশ কিছুদিন ল্যাপটপ চলেছিল। আশিস বলেছেন, ‘আর দেরি নয়। গুরুব্বারই ওকে ল্যাপটপ কিনে দেবা।’ অভিজিৎ সাহা পূজোর দিনগুলিতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর পরিকল্পনা করেছেন। ঠাকুর দেখা তো রয়েছেই। পাশাপাশি আশপাশের একদিন ঘুরতে যাওয়া কিংবা পরিবারের সবাই মিলে বাইরে খাওয়াদাওয়ার আয়োজনও রয়েছে। তার কথায়, ‘পূজোর আগে সমস্ত টাকা পেয়ে যাওয়ায় খুবই ভালো হল।’ ক্রেতাদের এই স্বস্তিই এখন ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফোটছে। মহাবীরস্থানের ব্যবসায়ী প্রেম পাল সিং জানানছেন, অম্পূর্ণা যোজনার টাকা পাওয়ার আশায় এ বছর বাজার কিছুটা আগেই শুরু হয়েছিল। তাঁর

সিসি ক্যামেরায় ট্রেনে নজরদারি

মজবুত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন অনেকে।

শুধু মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তাই নয়, ট্রেনে চুরি সহ অন্যান্য অপরাধ ঠেকাতেও সিসিটিভি কার্যকর হতে পারে বলে মনে করছেন রেলকর্তাদের একাংশ। বিভিন্ন সময়ে ট্রেনের কামরা



- সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেস সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা
- অপরাধ রুখতে প্রতিটি কামরার দরজায় ক্যামেরা বসানোর ভাবনা
- রেল বোর্ডের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা, এখনও চূড়ান্ত হয়নি সিদ্ধান্ত

থেকে মদ, গাঁজা সহ নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। আবার ভোররাতে যাত্রীদের ঘুমের সুযোগ নিয়ে মোবাইল ফোন চুরির অভিযোগও ওঠে। কামরার দরজায়

জেলে বাংলাদেশি

বাংলুরখাট, ১৫ অক্টোবর : মাদক পাচারের মামলায় বাংলাদেশের নাগরিক সবুজ দাসকে তিন বছর ছ’মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিল দক্ষিণ দিনাজপুরের অভিরক্ত জেলা ও দায়রা বিচারকের তৃতীয়া আদালত। বিচারক দেবার্য বিশ্বাস তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশও দিয়েছেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও একসপ্তাহের কারাদণ্ড হবে। পূজোর বাড়ি বাংলাদেশের দিনাজপুরে। সরকারি আইনজীবী সুদীপ রায় চৌধুরী বলেন, ২০২৩ সালের ১৯ আগস্ট কুমারগঞ্জ থানায় এনডিপিএস অ্যান্ড এ বিদেশি নাগরিক সংক্রান্ত আইনে মামলা হয়। ১১ জনের বিরুদ্ধে এক্সআইআর হলেও তদন্তে বাকি ১০ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়েনি।

উৎসবের অ্যালার্ম

প্রথম পাতার পর
গান তৈরির সময় সেই হিসেব ঢুকে পড়ছে শিল্পীদের বাবনায়। অথচ গান শোনার কোনও নির্দিষ্ট জেনারেশন নেই। রবীন্দ্রসংগীত থেকে ইংরেজি পপ যে গান মন হুঁয়ে যায়, সেটাই তাঁর কাছে শোনার মতো। অদ্যায়ের কথায়, ‘দুগ্ধা মা আসছে- প্রথমে ভালো লাগলেও রিলে অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে গানটি একসময় বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে।’

নতুন-পুরানো সংগীতরুচির মধ্যে আরও একটি স্বর যোগ করছেন ক্ষুদিরামপল্লির প্রমাশ্রী মিত্র। বর্তমানে রিএড পড়ার পাশাপাশি থিয়েটারও করেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘জন জেডের একাংশ অনুভ জৈন বা বিটিএস নিয়ে মাতামাতি করলেও সেই শ্রোতে আমি নেই। আমার পছন্দের সুর যোরাফেরা করে চক্রবর্তী, ডুমি, মহীনের ঘোড়াগুলি ও ক্যাকটাসের আশপাশে। আবার নতুন শিল্পীদের মধ্যে দেবদীপ মুখার্জি ও নীলাঞ্জন ঘোষালের গানও আমাকে টানে।’

প্রমাশ্রীর কথায় বোঝা যায়, একটি প্রজন্মের সবার পছন্দ এক হবে- এমন কোনও নিয়ম নেই।

খবরাখবর

পূজো

পরিক্রমায় মুখে হাসি শ্রেয়সীদের

পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগ

রণজিৎ ঘোষ
শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : বাইরে ঢাকের বোল উঠেছে। অথচ কেউ হয়তো শুনতেই পাচ্ছে না। কেন এত রোশনাই, কেন নতুন জামাকাপড়, শারদীয়ার মেজাজ বুঝতে কারও হয়তো একটু বেশি সময় লাগে। মণ্ডপে মণ্ডপে নানা রূপের দশভুজা, অনেকের পায়ে সেই জোর নেই হেঁটে ঘুরে দেখার। তাহলে দুর্গাপূজো কি তাদের নয়? উৎসব তো মানুষকে একসুতোয় বাঁধে। সেখানে কেউ বঞ্চিত হতে পারেন না। তাই বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদের কাছেও এই পূজো একই রকম আনন্দের।

বৃহস্পতিবার, পঞ্চমীর সকালে প্রতি বছরের মতো বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদের নিয়ে পূজো পরিক্রমার আয়োজন করেছে নর্থবেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড রিহাবিলিটেশন সোসাইটি। সহযোগিতায় ছিল রাজ্যের পর্যটন দপ্তর। সাড়েটি বাসে ১৬৮ জন বিশেষভাবে সক্ষম খুদে এদিন প্রতিমা দর্শন করেছে। সঙ্গে অবশ্য অভিভাবক ও ৩২ জন শিক্ষক ছিলেন তাদের সবটুকু বৃথিয়ে দেওয়ার জন্য। বাঘা যতীন পার্কে সবুজ পতাকা নেড়ে বাসের যাত্রা শুরু করেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। কলেজপাড়া সর্বজনীন,

বেরিয়েছিল বছর তিনেকের শ্রেয়সী। ওর মা-ও বিশেষভাবে সক্ষম। শংকর বিষয়টি জানার পরেই শিশুটিকে কোলে তুলে নেন। প্যাভেলের প্যাভেলে ঘোরার সময় হাসির ঝলক দেখা যায় শুভম্রী ভৌমিক, আর্ঘন টোঙ্গা, রনি মোদক, কুতিকা প্রধানদের মুখে। প্রত্যেকেই মণ্ডপে প্রবেশের সময় হাত জোড় করে প্রণাম করতে ভালোনি। শংকর বলেন, ‘এই ছেলেমেয়েরা সবসময় আমার কাছে প্রিয়। বিশেষ করে যেসব অভিভাবক এদের বড় করছেন, তাঁদের কুর্নিশ। কালাীপূজোতেও বৃদ্ধবৃদ্ধাদের পূজো পরিক্রমা করানোর ইচ্ছে রয়েছে।’



বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের সঙ্গে পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ।

পঞ্চমী-প্লাবন

প্রথম পাতার পর

তিনি বললেন, ‘পূজো শুরু হয়ে গিয়েছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে। বিকেলে ভালোই ফিট্ হওয়ায় আজ গভীর রাত পর্যন্ত কন্ঠদের থাকতে বলে দিয়েছি। পূজোর এই কয়েকটা দিনের জন্য তো আমরা সবাই অপেক্ষা করি।’

পূজো দেখতে শহরে আসার টান যে বহু বছরের, তা বোঝা গেল চাঁদমাধির বাসিন্দা বীণা মুখার্জির কথায়। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাসে চেপে দুপুরেই শহরে এসেছিলেন তিনি। বিচারক দেবার্য বিশ্বাস তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশও দিয়েছেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও একসপ্তাহের কারাদণ্ড হবে। পূজোর বাড়ি বাংলাদেশের দিনাজপুরে। সরকারি আইনজীবী সুদীপ রায় চৌধুরী বলেন, ২০২৩ সালের ১৯ আগস্ট কুমারগঞ্জ থানায় এনডিপিএস অ্যান্ড এ বিদেশি নাগরিক সংক্রান্ত আইনে মামলা হয়। ১১ জনের বিরুদ্ধে এক্সআইআর হলেও তদন্তে বাকি ১০ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়েনি।

বীণার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তাঁর স্মৃতির সঙ্গে মিল খুঁজে পেলেন হাকিমপাড়ার বাসিন্দা মৃণালিনী দে। রাত ১০টা নাগাদ মিত্র সম্মিলনীর শতবর্ষের মণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, ‘এখন তো রাতে ঘুরব, ভাবতেই পারতাম না। এখন

হচ্ছে বলে, বাড়ি শহরের মধ্যেই রয়েছে। তাই রাতে নিয়ে বের হবে। শরীর এখন আর চলে না।’ ভিড়ের মধ্যে শহর ঘুরে বেড়ানো যে এখন তাঁর পক্ষে কষ্টকর, তা-ও জানানলেন তিনি।

পূজোর ঘোরাঘুরি বয়স্কদের পাশাপাশি কমবয়সীদেরও রান্ধ করছে। দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপে দেবী দুর্গার চোখের পাতা খোলা-বন্ধ হতে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল বছর দশেকের বিভা রায়। মাকে দেখিয়ে বলল, ‘মা দেখ, দুর্গা ঠাকুর।’ ভিড়ের মধ্যে অনেকটা হাটহাট্টি করে পায়ে বাধা হলেও বিভার চোখে তখনও উচ্ছাসটা স্পষ্ট।

অন্যদিকে, সন্ধ্যা থেকে ঘুরতে ঘুরতে রান্ধ হয়ে পড়েছিল ফুলবাড়ির বয়স্কদের মাধুরী বর্মন। মা ইন্দিরা বর্মন বললেন, ‘সন্ধ্যা থেকে শেরকে নিয়ে ঘুরছি। আর ওর মারীর চলছে না। এবারে টোটো ধরে ঘরে ফেরার পালা।’ রান্ধি এলেও পূজোর বাকি দিনগুলিতে আঙু ঠাকুর দেখার ঘুরব, ভাবতেই পারতাম না। এখন

আধুনিক ও ট্রেডিঙ গান বেশি শোনা গেলেও পুরানো-নতুন সব ধরনের গানই বাজে। মেত্রোরী বক্তব্যেও উঠে আসে একই সহাবস্থানের ছবি। তাঁর মতে, বষ্টী থেকে দশমী জেন জেডের প্লেসিট একরঙা নয়, তার মধ্যে রয়েছে নানা রকম স্বর। আরও একটা কথা আছে, ভাইরাল জনপ্রিয়তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভালো লাগার তফাত রয়েছে। ভাইরাল গান একটি নির্দিষ্ট সময়ের আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু কোনও গান ব্যক্তিগত স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে গেলে, কোনও বিশেষ ক্ষুদিরামপল্লির প্রমাশ্রী মিত্র। বর্তমানে রিএড পড়ার পাশাপাশি থিয়েটারও করেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘জন জেডের একাংশ অনুভ জৈন বা বিটিএস নিয়ে মাতামাতি করলেও সেই শ্রোতে আমি নেই। আমার পছন্দের সুর যোরাফেরা করে চক্রবর্তী, ডুমি, মহীনের ঘোড়াগুলি ও ক্যাকটাসের আশপাশে। আবার নতুন শিল্পীদের মধ্যে দেবদীপ মুখার্জি ও নীলাঞ্জন ঘোষালের গানও আমাকে টানে।’

প্রমাশ্রীর কথায় বোঝা যায়, একটি প্রজন্মের সবার পছন্দ এক হবে- এমন কোনও নিয়ম নেই।

আধুনিক ও ট্রেডিঙ গান বেশি শোনা গেলেও পুরানো-নতুন সব ধরনের গানই বাজে। মেত্রোরী বক্তব্যেও উঠে আসে একই সহাবস্থানের ছবি। তাঁর মতে, বষ্টী থেকে দশমী জেন জেডের প্লেসিটে পূজোর গানের পাশাপাশি কিশোরকুমার ও কুমার শানুর পুরানো গানও থাকে। প্রমাশ্রীর পূজোর মুড তৈরির ক্ষেত্রে বিভাপনের গানেরও ভূমিকা আছে। তার কথায়, ‘শালিমাার পূজোর আড্ডের গানের ঊপর আর কোনও কথা হবে না। ছোটবেলা থেকে টিভিতে এই আড্ড শুরু হওয়া মানেই পূজো আসার আমেজ। সঙ্গে এখন নতুন সংযোজন হচ্ছে রেডিও মিরচির অডিও স্টোরিগুলো।’ এ বছর তাঁর পছন্দের তালিকায় রয়েছে ‘অষ্টমীতে তোমার পাড়ায়’। তার কথায়, ‘এই বাল্যে আমার পুরানো গানও থাকে।

গানটার বেশ একটা প্যাভেলের প্রেমের গল্প লুকানো, যেমনটা আমাদের সবারই হয় কোনও না কোনও সময়। আমার ‘ভালো গান’ সেগুলোই লাগে, যেটায় সাধারণ মানুষ নিজের গল্প খুঁজে পায়।’ আর এটাই লাখ কথার এক কথা। গানের সঙ্গে কানের সম্পর্ক বেশি, প্রাণের সম্পর্ক বেশি।



বাজার সরকার

বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন

বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান

আজ সন্ধ্যে ৬টা

www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

উত্তরবঙ্গ সংবাদের
স্টুডিও থেকে



পুজোর গাইডম্যাপ



পায়ে পায়ে প্যাভেলে

ষষ্ঠী থেকে নবমী- এবার পাঁচদিন পূজো দেখা। কারও প্যাভেল, কারও প্রতিমা, আবার কারও আলোর কাজ দেখার আকর্ষণ। কীভাবে ঘুরবেন, কোন পথে এগোলে পরপর পূজোগুলো দেখে নেওয়া যাবে- তার গ্ল্যান আগাম করে নেওয়া জরুরি।

শমিদীপ দত্ত ও নিতাই সাহা



পর্ব-১

কাছারি মোড় থেকে প্রথম গন্তব্য বাধা যতীন পার্ক। সেখানে বাধা যতীন পার্ক দুগোৎসব কমিটির পূজো দেখে বাদিকে ঘুরে কয়েক পা এগোলেই কলেজপাড়ার দুগাপূজোর প্যাভেল। সেখান থেকে আশুতোষ মুখার্জি রোড হয়ে বান্দব সংঘের পূজো দেখে এজেন্সি বোস রোড হয়ে সুভাষপল্লি মেইন রোডে চলে আসুন। একটু এগোলেই সংঘশ্রী পৌছে যাওয়া যাবে। সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে সুভাষপল্লি বাজার পেরিয়ে বাদিকে গলেই রবীন্দ্র সংঘের পূজো। সেখান থেকে বেরিয়ে উলটোপথে খানিকটা এগিয়ে নবীন সংঘ আর রথখোলা স্পোটিং ক্লাবের মণ্ডপসজ্জার ঝলক দেখে নেওয়া যাবে।

এরপর যোগোমালি মেইন রোড হয়ে সোজা এগোলেই জনশ্রী ক্লাবের পূজো। সেখান থেকে চরনপাড়া মেইন রোড ধরে রাজা রামমোহন রায় রোড ধরে সুকান্ত স্পোটিং ইউনিয়ন ক্লাবে পৌছে যাওয়া যাবে। সেখানকার প্রতিমা আর মণ্ডপসজ্জা দেখে খানিকটা এগিয়ে সংহতি মোড়ে পৌছালেই সংহতি দুগোৎসব কমিটির পূজো দেখে নেওয়া যাবে। এরপর রবীন্দ্র সরণি হয়ে হায়দরপাড়া বাজারের দিকে ইটলেই হায়দরপাড়া স্পোটিং ক্লাবে পৌছে যাবেন। একটু পিছিয়ে এসে নজরুল সরণি ধরে এগোলেই প্রথমে পড়বে জেটিএস, তারপর পাকুড়তলা মোড় হয়ে আমতলা ক্লাবের পূজো দেখে নিন। এরপর নীলনিলিনী স্কুল পেরিয়ে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘের পূজো দেখতে হবে।

আবার একটু পিছিয়ে আসা। পাকুড়তলা মোড় হয়ে অগ্রগামীর পূজো দেখে স্বামীজি সরণি ধরে কিছুটা এগিয়ে বাদিকে ঢুকলেই বিবেকানন্দ ক্লাবের পূজো। সেখান থেকে শরৎ বোস রোড হয়ে অরুণোদয় সংঘের পূজো দেখে গিরিশ ঘোষ রোড হয়ে চিন্তন পার্কের সামনে চলে আসুন। ডানদিকে জিটিএস-এর পূজো দেখে হাসপাতাল মোড় হয়ে কোর্ট মোড়ে পৌছে যাওয়া যাবে।

বিধিনিষেধ

- হাতি মোড় থেকে রথখোলা মোড় পর্যন্ত পথে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ।
- পাকুড়তলা থেকে স্বামীজি মোড় পর্যন্ত সমস্ত যান চলাচল বন্ধ।
- হায়দরপাড়া স্পোটিং ক্লাবের সামনে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ।



পর্ব-২

ভেনাস মোড় থেকে হিলকার্ট রোড ধরে এগোলেই শিলিগুড়ির ঐতিহ্য মিত্র স্মিলিনার পূজো। ক্ষুদ্ররামপল্লি ধরে বিধান রোড এসে বাদিকের রাস্তায় ঢুকে উপকার আখলেটিক ক্লাবের পূজো দেখে নিন। সেখান থেকে পানিট্যাকি মোড় হয়ে সেবক রোড ধরে সোজা ম্যানস রোডের পূজো দেখে নেওয়া যাবে। সেবক রোড ধরে সোজা এগোলেই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিমা দর্শন না করলে পূজো দেখাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এরপর সোজা চেকপোস্ট। সেখান থেকে চম্পাসারি মোড়ে পৌছে মেইন রোড ধরে এগোলেই জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগারের পূজো। চম্পাসারি মোড়ে যাওয়ার পথেই শিলিগুড়ি সর্বসাতী সংঘের পূজো দেখে নিবেদিতা রোড ধরে এগোলেই নবাবপুরের পূজোমণ্ডপ।

আবার হিলকার্ট রোডে ফিরে এসে সেখানে প্রথমে মেনাক টুরিজম প্রপার্টির পূজো দেখে আবাহনীচক্রের

পূজো। এরপর এয়ারভিউ মোড় চলে আসুন। সেখান থেকে নবীন সেন রোড হয়ে এগোলেই জাতীয় যুবক সংঘের পূজো দেখা যাবে। ফের এয়ারভিউ মোড়ে এসে মহানন্দা স্পোটিং ক্লাব আর কিশোর সংঘের পূজো দেখে ডিএল রায় সরণি হয়ে যাওয়া যাবে স্তম্ভিকা যুবক সংঘে। এরপর খালপাড়া হয়ে ঝংকার মোড় পেরিয়ে বর্ধমান রোড ধরে চলার পথেই বিদ্যাসাগরপল্লি সর্বজনীন পূজো দেখে নেওয়া যাবে।

সেখান থেকে জলপাই মোড়ে যাওয়ার পথেই শিল্পাঞ্চল ভবনের পূজো দেখে নেওয়া যাবে। এসএফ রোড ধরে এগোলেই মিলনপল্লি সর্বজনীন দুগাপূজো কমিটির প্রতিমা দেখে থানা মোড় হয়ে আনন্দময়ী কালীবাড়িতে চলে আসুন। সেখান থেকে মহাবীরস্থান হয়ে ভেনাস মোড় পৌছে যাওয়া যাবে।

বিধিনিষেধ

- সেবক মোড় থেকে পানিট্যাকি মোড় পর্যন্ত পথে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ।
- পানিট্যাকি মোড় থেকে ভেনাস মোড় পর্যন্ত পথে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ।
- পানিট্যাকি মোড় থেকে পায়ের মোড় পর্যন্ত পথে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ।
- সার্কিট হাউস থেকে দেবীডাঙ্গা পর্যন্ত সমস্ত যান চলাচল বন্ধ।



পর্ব-৩

ভেনাস মোড় থেকে রওনা হয়ে উড়ালপুল ধরে টিকিয়াপাড়া মোড়ে পৌছান। সেখান থেকে এসএফ রোড হয়ে জলপাই মোড় যেতে হবে। জলপাই মোড় থেকে শক্তিগড় ও নন্দর রাস্তায় পৌছালেই শক্তিগড় সর্বজনীন পূজো দেখে কিছুটা এগিয়ে উজ্জল সংঘের পূজো দেখে নেওয়া যাবে। সেখান থেকে পিডলিউড মোড় হয়ে নৌকাঘাট থেকে এগিয়ে তিনবাতি মোড় হয়ে এনজেলি মেইন রোড ধরে এনজেলি থানার দিকে যেতেই সেন্ট্রাল কলোনির পূজো। এখান থেকে গেট বাজার, লেকটাউন হয়ে উইনার্স ক্লাবের পূজো দেখে আলো চৌধুরীর মোড়ে পৌছে বাবুপাড়ার দিকে গলেই ওয়াইএমএ-র পূজো দেখে নেওয়া যাবে।

সেখান থেকে ভিবিবি রোডে পৌছাতে হবে। সাননেই দাদাভাই স্পোটিং ক্লাবের পূজোমণ্ডপ। সেখানে মেলায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে এনজেলি স্টেশনের পথে সূর্য সংঘের পূজোমণ্ডপ। সেখান থেকে ইন্ডোর স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে ফুলেশ্বরী বাজার হয়ে আভারপাস পেরিয়ে দক্ষিণ ভারতনগরের ক্ষণিক সংঘের পূজো দেখে নেওয়া যাবে। আবার উলটোপথে ফুলেশ্বরী আভারপাস পেরিয়ে উত্তর ভারতনগরে পৌছে যাওয়া যাবে।

সেখানে তরুণতীরের পূজো দেখে গুরুসদয় দত্ত রোড হয়ে ডাবগ্রাম পৌছে যাওয়া যাবে। সেখানে সূর্যনগর স্পোটিং ক্লাবের পূজো দেখে প্রীতিলতা রোড হয়ে সূর্যনগর ফ্রেডস ইউনিয়ন ক্লাবের পূজো। সেখান থেকে মাতৃসদনের রাস্তা ধরে জেলখানার পিছন দিয়ে ভারত সেবাস্রম সংঘে পৌছে যাওয়া যাবে। সেখান থেকে সুভাষপল্লি হয়ে বাধা যতীন মেইন রোড ধরে ফিরে আসুন কোর্ট মোড়ে।

বিধিনিষেধ

- এনটিএস মোড় থেকে গোপাল মোড় পর্যন্ত পথে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ।
- সেন্ট্রাল কলোনির পূজোমণ্ডপের দু'দিকে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ।



পাবের বাইরে হুজুতি করলে ব্যবস্থা



শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : পাবের বাইরে বেরিয়ে কেউ হুজুতি করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা সে যারই ছেলে হোক না কেন। বৃহস্পতিবার চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি হোটেলের পূজোর গাইড ম্যাপ ও পূজোর অ্যাপ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমনই বাতা দিলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। এই

অনুষ্ঠানের আগে স্টেট গেস্টহাউসে তিনি দমকল, পুরনিগম, রেল পুলিশ, পুলিশ প্রশাসন, জেলা প্রশাসনের কতৃদের সঙ্গে পূজো সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সম্ভার দিকে দাদাভাই স্পোটিং ক্লাব, সূর্য সংঘে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে ঘুরে নিরাপত্তার পাশাপাশি ট্রাফিক সংক্রান্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

শংকর বলেছেন, ‘কলেজপাড়া, বিধান মার্কেট- এইসব এলাকায় দমকলকে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য আমাদের বলা হয়েছিল। দমকল এতদূর পৌছেছে। এছাড়া প্রতিটি বিভাগ নিজের মতো কাজ করবে।

মণ্ডপের আশপাশ পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতায় একাধিক স্টল করা হবে।’

এদিকে, একসময় লালমোহন মৌলিক ঘাটে প্রতিমা বিসর্জনের পর জিআরপি-র জায়গা দিয়ে ট্রাকগুলি

ট্রাফিক দেখতে পথে পর্যটনমন্ত্রী

বের করা হত। ২০১৫ সালের পর থেকে জিআরপি নিজস্ব এলাকা ঘিরে নেওয়ায় নিরঞ্জন সময় যানজট হতে থাকে। পর্যটনমন্ত্রী বলেন, ‘রেল পুলিশ, পুলিশ ও পুরনিগম যৌথভাবে

ওই এলাকা পরিদর্শন করে এই সমস্যার সমাধান করবে।’
এবারে পূজো সংক্রান্ত কাজের ব্যাপারে ডিজিটালাইজেশনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। এই অ্যাপে নির্দিষ্ট এলাকা থেকে প্যাভেল পর্যন্ত পৌছাতে কত সময় লাগবে, তা যেমন জানা যাবে, তেমনই প্যাভেলে ভিড় হলে সেখান থেকে বেরোতেই বা সময় কত লাগতে পারে, সেটাও দেখানো হবে। পুলিশ কমিশনার সৌদ গুপ্তার রাজ্য বলেন, ‘এক-দুইদিনের মধ্যেই আমরা অ্যাপে এই বিশেষ ফিচার চালু করে দেব।’
নিজের জায়গা থেকে পুলিশ

অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ, বাসস্ট্যান্ড, হোটেল-রেস্টুরেন্টের দূরত্ব কত, তা অ্যাপে জানা যাবে। ডিপিপি (ইস্ট) রানা মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ‘শিলিগুড়ি পুলিশ পূজো অ্যাপ ২০২৬-এ মহিলাদের জন্যও বিশেষ নম্বর রয়েছে। এছাড়া প্রতিটা থানা থেকেই মহিলাদের জন্য আলাদা আররেজমেন্ট করা হচ্ছে।’ পাশাপাশি এই সময় পর্যটকদের কাছ থেকে যাতে অতিরিক্ত গাড়িভাড়া না নেওয়া হয়, সেদিকেও নজর রাখা হবে বলে জানিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আশা করব, কেউ এমনটা করবেন না। পুলিশ প্রশাসনও এতদূর নজর রাখবে।’

ডিপিএস ফুলবাড়িতে ‘সায়েন্স ভার্স-৩’

ফুলবাড়ি, ১৫ অক্টোবর : পড়ুাদের উজ্জ্বলী ক্ষমতা, কৌতুহল ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটাতে দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) ফুলবাড়িতে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল দু'দিনব্যাপী বিজ্ঞান প্রদর্শনী ‘সায়েন্স ভার্স-৩’। ১৩ এবং ১৪ অক্টোবর আয়োজিত এই অত্যাধুনিক প্রদর্শনীতে পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়ন ও ভূগোলের নানা আকর্ষণীয় মডেল, পরীক্ষা ও প্রকল্প তুলে ধরে স্কুলের খুদে বিজ্ঞানীরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজির অধ্যাপক ডঃ রণধীর চক্রবর্তী। এছাড়াও ছিলেন বিদ্যা ভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ও ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো-ভিসি কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ির প্রো-ভিসি শরদ আগরওয়াল এবং ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল। ডিপিএস শিলিগুড়ির বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত বিচারকমণ্ডলী প্রতিটি মডেল খুঁটিয়ে দেখেন এবং পড়ুাদের ভূয়সী প্রশংসা করার পাশাপাশি প্রশ্রয়জনীয়া পরামর্শও দেন। ডিপিএস ফুলবাড়ির প্রিন্সিপাল মানোয়ারা বি আহমেদ সকল অংশগ্রহণকারী পড়ুয়া ও শিক্ষকদের অভিনন্দন জানান। খুদেদের এই বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছেন উপস্থিত অভিভাবকরাও।



ওয়াইএমএ'র প্রতিমা। ছবি : সূর্যধর

কোথায়, কী দেখবেন

১. কলেজপাড়া পূজো কমিটি

- থিম : কথাকলি
- কী দেখবেন : শিলিগুড়ির মণ্ডপে কেরলের প্রাচীন নৃত্যনাট্য কথাকলির উজ্জল-জমকালো রঙের মুখমণ্ডল, বিশেষ রূপসজ্জার মুখোশ, বিশেষ মুদ্রা ও অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যই চাক্ষুষ করবেন এখানে।

২. মাটিগাড়ার মাদান্দেবী ক্লাব

- থিম : এআই
- কী দেখবেন : টেক-ফিশন ও আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মণ্ডপজুড়ে মোবাইল ডিসপ্লে, রোবট, কম্পিউটারের কি-পাড়া এবং আরও অনেক কিছু নজর কাড়বে। যন্ত্রদুনিয়ার প্রশ্নে করবেন আপন।

৩. রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ

- থিম : জ্যোতির্ময়ী
- কী দেখবেন : কলকাতার কুমোরটুলির প্রখ্যাত মুখশিল্পী মোহনবাঁশি রুদ্রপালের ঐতিহ্যবাহী প্রতিমা এ বছরের পূজোর মূল আকর্ষণ। যাত্রিক প্রযুক্তির ছোঁয়াও রয়েছে মণ্ডপে। মণ্ডপে এমন একটি ভাস্কর্য রয়েছে, যা ঘুরতে ঘুরতে একসময় বিলীন হয়ে যাবে।

৪. জাতীয় তরুণ সংঘ

- থিম : কল্যাণের আঙ্গুরভাতি মন্দির
- কী দেখবেন : প্রায় আশি ফুট উচ্চতার মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। এই মন্দিরের আদলে। বিশাল এই মন্দির দেখতে হলে আসতে হবে পূজোমণ্ডপে।

৫. উপকার আখলেটিক ক্লাব

- থিম : অনন্তায় মুক্তি
- কী দেখবেন : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চৈতন্যময় আদলে পূজোমণ্ডপ করা হয়েছে। সেই বৈকুণ্ঠনা ও নানা শিল্পকর্ম দেখা যাবে মণ্ডপে।

৬. মাটিগাড়ার উত্তরায়ণ সর্বজনীন দুগাপূজো কমিটি

- থিম : চালচিহ্ন
- কী দেখবেন : মা দুর্গার পেছনে যে চালচিহ্ন থাকে, সেই থিম ও আকারেই পূজোমণ্ডপ তৈরি হয়েছে। কাঠ, বাঁশ ও লোহার কারুকার্য দিয়ে তৈরি গোট মণ্ডপ। বিভিন্ন ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপে। চালচিহ্নের ইতিহাস মণ্ডপে নানাভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আধিকারিকের মৃত্যু হঠাৎ

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারি পুষ্পক রায়ের (৪৮) আচমকা মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ সূত্রে খবর, পুষ্পক তাঁর মায়ের সঙ্গে বাড়িতে ছিলেন। বৃহবার গভীর রাতের তাঁর বাংলা বাজার সংলগ্ন ফ্ল্যাটে রাতের খাবার খাওয়ার সময় হঠাৎ পড়ে যান। তাঁর মা প্রতিবেশীদের ডেকে তাঁকে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে খবর। ওই নার্সিংহোমের চিকিৎসকরা মনে করছেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ সেখানে যায় এবং বিধি মেনে দেহের ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করে। ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে কি না, পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছে।

তিলকের উইকেট টার্নিং পয়েন্ট : সঞ্জু

বেঙ্গালুরু, ১৫ অক্টোবর : জমে উঠেছে লড়াই। নিয়ম করে প্রতি ম্যাচেই রানের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বোলাররা মাথা খুঁড়ে মরছেন। ম্যাচের শেষে নায়ক হয়ে উঠছেন ভারত অথবা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ব্যাটাররা।

গতরাতের হায়দরাবাদে উগল্লের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। ক্যারিবিয়ানদের ২৪৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে ২৪ রানে ম্যাচ হেরেছে শ্রেয়স আইয়ারের টিম ইন্ডিয়া। ‘ম্যাচ কা মুজরিম’ হিসেবে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে ভারতীয় বোলিংকে। তার মধ্যে আবার ব্যাটিংয়ের সময় শামার জোসেফের বলে কাঁধে চোট পেয়েছেন অর্শদীপ সিং।

টিম ইন্ডিয়ার বোলিংয়ের অন্যতম ভরসা অর্শদীপের কাঁধের চোটের অবস্থা ঠিক কেমন, স্পষ্ট নয়। গতরাত্রে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে অর্শদীপকে নিয়ে দিশা দিতে পারেননি ভারতীয় দলের ওপেনার সঞ্জু স্যামসন। বৃহস্পতিবার বিকেলে টিম ইন্ডিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের শেষ ম্যাচের লক্ষ্যে হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু পৌঁছে গিয়েছে। শুক্রবার বিকেলে এম চিন্মাস্বামী স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, সেই অনুশীলনের আশ্বরেই হয়তো বোবা যাবে অর্শদীপের চোট কতটা গুরুতর। টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার সঞ্জু গতরাতের সাংবাদিক সম্মেলনে অর্শদীপ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘বেঙ্গালুরুতে পরের ম্যাচের এখনও তিনদিন দেরি রয়েছে। ফলে অর্শদীপ ফিট হয়ে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাবে।’



২৫ বলে ৪৩ রান করলেও দলকে জেতাতে পারলেন না তিলক ভার্মা।

অর্শদীপ ফিট হয়ে শনিবারের চিন্মাস্বামীভে নামতে পারবেন কিনা, তার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু তার আগে গতরাত্রে ভারতীয় দলের তারকাখচিত ব্যাটিংয়ের ভরাডুবি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। নানা মহল থেকে বলা হচ্ছে, উগল্লের বাইশ গজে ২৪৮ রান তাড়া করা সম্ভব ছিল। বাস্তবে সেটা হয়নি। ফলে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের চলতি টি২০ সিরিজের ফল এখন ২-২। শনিবারের ম্যাচেই ফয়সালা হবে

সিরিজের। তার আগে গতরাতের ম্যাচে দলের ব্যর্থতা নিয়ে তিলক ভার্মার আউটকে টার্নিং পয়েন্ট আখ্যা দিয়েছেন সঞ্জু। তার কথায়, ‘ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, তিলকের আউটই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। তার আগে পর্যন্ত ইনিংসে ১০-১২ রান করে করছিলাম আমরা। তিলক ও নীতীশ কুমার রেড্ডি দারুণভাবে একটা পার্টনারশিপ গড়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তিলকের আউটের পরই সব শেষ হয়ে যায়।’

অর্শদীপে আশঙ্কা, বেঙ্গালুরুতে ভারত

সঞ্জু নিজে গতকাল ২৩ বলে ৫৬ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন। সেই ইনিংসের পরও টিম ইন্ডিয়া ম্যাচ হেরেছে। সঞ্জু বলছেন, ‘ইনিংস যত ভালোই হোক না কেন, ম্যাচ জিততে না পারলে তার কোনও গুরুত্ব থাকে না। ইনিংসটা দারুণ উপভোগ করেছি। কিন্তু ম্যাচ হারলে এমন ইনিংসের কোনও মূল্য থাকে না।’ রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে ভারতীয় বোলিং নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই সুবাদেই টিম ইন্ডিয়া জসপ্রীত বুমরাহকে

ইনিংস যত ভালোই হোক না কেন, ম্যাচ জিততে না পারলে তার কোনও গুরুত্ব থাকে না। ইনিংসটা দারুণ উপভোগ করেছি। কিন্তু ম্যাচ হারলে এমন ইনিংসের কোনও মূল্য থাকে না।

–সঞ্জু স্যামসন

মিস করছে, এমন দাবিও উঠছে। আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজের লক্ষ্যে সাময়িক ক্রিকেট থেকে বিশ্রামে থাকা সতীর্থ বুমরাহকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে সঞ্জু বলেছেন, ‘বুমরাহ চ্যাম্পিয়ন বোলার। ওর কোনও বিকল্প হতে পারে না। একটা প্রজন্মে বুমরাহ একজনই হয়। তবে জসপ্রীতের অনুপস্থিতিতে অর্শদীপ, প্রিঙ্গ যাদবরা চেষ্টা করছে।’



গ্রেকো-রোমান কুস্তিতে রূপো জয়ের পর বিশ্বজিৎ রামচন্দ্র মোরে।

রূপোলি সাফল্যে ইতিহাসে বিশ্বজিৎ

লাস ভেগাস, ১৫ অক্টোবর : বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে ইতিহাস গড়লেন ভারতের তরুণ কুস্তিগির বিশ্বজিৎ রামচন্দ্র মোরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-২৩ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের ৫৫ কেজি গ্রেকো-রোমান বিভাগে রূপো জিতলেন তিনি। ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে জর্জিয়ার কোবা কার্কিমদের কাছে এক পর্যায়ে বধ্যবনে হেরে সোনা হাতছাড়া হলেও এই প্রথম অনূর্ধ্ব-২৩ পর্যায়ে তাঁর হাত ধরে গ্রেকো-রোমান বিভাগ থেকে রূপো এলা ভারতে।

ফাইনালে পৌঁছানোর আগে পরপর তিনটি কঠিন ম্যাচ জিতেছিলেন বিশ্বজিৎ। ফাইনালেও শুরু থেকেই দারুণ আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন মারাঠি এই কুস্তিগির। তবে ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে কার্কিমদ এগিয়ে গিয়ে খোঁচা ছিনিয়ে নেন। তা সত্ত্বেও এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে পৌঁছানো প্রথম ভারতীয় গ্রেকো-রোমান কুস্তিগির হিসেবে আগেই নিজের নাম ইতিহাসে তুলে ফেলেছিলেন তিনি। এর আগে এই প্রতিযোগিতায় দুইটি ব্রোঞ্জ পদক জয়ের নজির ছিল বিশ্বজিতের ব্যুলিতে।

এছাড়াও মহিলাদের বিভাগে কোমল সেমিফাইনালে ইউক্রেনের আলিনা ফিলিপোভিচের কাছে পরাজিত হলেও ব্রোঞ্জ পদকের দৌড়ে টিকে রয়েছেন। ৬৯ কেজি বিভাগে দীক্ষা মালিকও ব্রোঞ্জ জয়ের লড়াইয়ে রয়েছেন। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে ইতালির লরা গোদিনোর কাছে হেরে ছিটকে গিয়েছেন মানসী লাঠার।

নজিরের সামনে নয়া অধিনায়ক স্মৃতি

নিউ রায়পুর, ১৫ অক্টোবর : নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ইতিহাসে। হরমণপ্রীত কাউর নেতৃত্ব ছাড়ার পর স্মৃতি মাঙ্গানার অধিনায়কত্বে শুক্রবার ভারত নামছে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে। মহিলাদের ক্রিকেটে প্রথমবার দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে নামছে দুই দেশ। রায়পুরে ৩টি টি২০ ম্যাচের পর ভদোদরায় হবে ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজ। তার আগে উন্মোচিত স্মৃতির মন্তব্য, ‘জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম সিরিজ আকর্ষণীয় হতে চলছে। কারণ, ওরা খোলামেনে নিজেদের ক্রিকেটটা খেলতে। তাই ওদের থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে।’

প্রায় ১০ বছর হরমণপ্রীতের ডেপুটির দায়িত্ব পালন করেছেন স্মৃতি। মার্বে ১৮টি টি২০ এবং ৪টি ওডিআইয়ে দেশকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। তাই স্মৃতির কাছে এটা নতুন নয়। বলেছেন, ‘সিনিয়র হিসেবে দায়িত্ব সবসময়ই নিতে হয়। এটার কোনও বদল নেই। জায়গায় বল পেলে, এখনও বড় শটই খেলব। দলের যেটা প্রয়োজন, তা আগেও পূরণ করেছি, এখনও করব।’

সামনের বছর ফেব্রুয়ারিতে



ব্যাটিং অনুশীলনে অধিনায়ক স্মৃতি মাঙ্গানা।

দলের হয়ে ভালো খেলেছে। অবশ্যই, এশিয়ান গেমসে ও নম্বরে খেলা গুণলান কমলিনীর কথাও বলতে হবে।’ নেতৃত্বের পাশাপাশি ব্যক্তিগত নজির গড়ার সুযোগও রয়েছে স্মৃতির সামনে। টি২০ ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটার হিসেবে ৫০০০ রানের মাইলস্টোনে পৌঁছাতে মাত্র ১৩৩ রান প্রয়োজন স্মৃতির। পুরুষ মহিলাদের ক্রিকেটে যে রেকর্ড অন্য কারও নেই। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে রেকর্ডটি নিজের নামে করার সুযোগ রয়েছে স্মৃতির।

কিশোরের সংবর্ধনা তিন খেলোয়াড়কে



নিজস্ব শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : উপলক্ষ্য দুর্গাপূজার উদ্বোধন। সেই মঞ্চেই শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের তরফে দুই প্রাক্তন ফুটবলার নির্মল দেবনাথ ও তপন সরখেল এবং জুনিয়ার ক্রিকেটার দিব্যাংশ শমাকে

সংবর্ধিত করা হল। উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাস্রম সংঘের স্বামী অতীশানন্দজী মহারাজ, কিশোরের প্রাক্তন সভাপতি বিনিময় মৌলিক, সহ সভাপতি বিবেক সিং, ক্রীড়া সংগঠক নাটু পাল, ক্রীড়াশ্রেয়ী রূপা কণ্ডু প্রমুখ। কিশোরের কার্যনিবাহী সভাপতি

রবিন মজুমদার ও সচিব শংকর সরকার বলেছেন, ‘নির্মল ও তপন সন্তর দশকে আমাদের ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ওরা কোনও দিন ক্লাব ছেড়ে যাননি। দিব্যাংশ গতবছর সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে বল হাতে সাফল্য এনে দিয়েছে আমাদের।’

শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে তপন সরখেকে। পাশেই রয়েছেন নির্মল দেবনাথ।

ভারতীয় বোলিংয়ে বিরক্ত সানি

বেঙ্গালুরু, ১৫ অক্টোবর : তিনি বিরক্ত। তিনি ক্ষুব্ধ। একইসঙ্গে তিনি উদ্বিগ্নও।

চলতি ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি২০ সিরিজ রানের ব্যার খেলা হয়ে উঠেছে। চলছে ব্যাটারদের দাপট। যার ফলে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন বোলাররা। গতরাত্রে হায়দরাবাদের উগল্লের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠেও একই দৃশ্য দেখা গিয়েছে। প্রথমে ব্যাটিং করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ করেছিল ২৪৭ রান। জবাবে সেই রান তাড়া করতে গিয়ে ম্যাচ হার টিম ইন্ডিয়া। এমন রানের ব্যার ম্যাচের শেষে কিংবদন্তি সুবীল গাভাসকার ভারতীয় বোলারদের স্কিল, পরিকল্পনা নিয়ে যেমন প্রশ্ন তুলেছেন। ঠিক তেমনই ওয়েস্ট ইন্ডিজের শামার জোসেফের বোলিং পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলতে ছাড়েননি। জোসেফের বলে কাঁধে চোট পেয়ে শনিবার বেঙ্গালুরুতে সিরিজের শেষ ম্যাচে অনিশ্চিত হয়ে পড়ছেন টিম ইন্ডিয়ার জেরে বোলার অর্শদীপ। সানির মনে হয়েছে, শামার ইচ্ছা করে শরীরের দিকে বোলিং করেছেন অর্শদীপকে। গাভাসকার বলেছেন, ‘আমার মনে হয়েছে, অর্শদীপের শরীর লক্ষ্য



অর্শদীপ সিং কাঁধে চোট পাওয়ার পরও শর্ট বল করে যান শামার জোসেফ।

করে বোলিং করছিল জোসেফ। যখন বাইশ গজে স্টাম্প রয়েছে, তখন এমন বোলিংয়ের কী প্রয়োজন জানা নেই আমার।’

জোসেফের সমালোচনার পাশে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং নিয়েও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন সানি। অতিরিক্ত শর্ট বল, ফুলটস দিয়ে দিশাহীন বোলিং করে শাই হোপদের কাজটা

জোসেফের সমালোচনা

সহজ করে দিয়েছেন অর্শদীপরা। সানির কথায়, ‘ভারতীয় বোলাররা পরিকল্পনা অনুযায়ী বোলিং করতে পারেনি। এমন দিশাহীন বোলিং করলে ম্যাচ জেতা কঠিন। তাছাড়া এত ফুলটস ও অতিরিক্ত শর্ট বল করলে বিপক্ষ ব্যাটারদেরই সুবিধা হয়ে যায়।’ বেঙ্গালুরুতে শনিবার সিরিজের শেষ ম্যাচ। চিন্মাস্বামী স্টেডিয়ামের ছোট বাউন্ডারির মাঠেও বড় রানের ম্যাচ হবে, ধরেই নিয়েছে ক্রিকেটমহল। তার আগে ভারতীয় বোলারদের জন্য গাভাসকারের সতর্কবার্তা কতটা কাজে আসে, সেটাই দেখার।

বৃষ্টি নিয়ে দিল্লিতে অভিমন্যুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : জয় দিয়ে রনজি ট্রফি অভিযান শুরু হয়েছে। দিল্লির বিরুদ্ধে

দিল্লিতে বৃষ্টি হচ্ছে। আগামীকালও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে বলে শুনেছি। এমন বৃষ্টি চললে আগামীকাল অনুশীলন বাতিল করতে হবে। দেখা যাক কী হয়।

–লক্ষ্মীরতন শুক্লা

প্রথম ম্যাচেই এসেছে ছয় পয়েন্ট। সাত পয়েন্টও আসতে পারত। অঙ্কুর পাল আউট না হলে দশ উইকেটে জয় ও সাত পয়েন্ট নিশ্চিত ছিল বাংলার। মিশন দিল্লি অতীত করে দিয়ে বৃহস্পতিবার বেলায় দিকে কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছে গেলেন অভিমন্যু ঈশ্বরার। রবিবার থেকে দিল্লির পালামের মাঠে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ বাংলা দলের। তার আগে আজ অভিমন্যু, অভিষেক পোড়েলদের দিল্লিতে পা রাখা থেকেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। শুক্রবারও দিল্লিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এমন অবস্থায় রবিবার থেকে শুরু হতে চলা সার্ভিসেস ম্যাচ নিয়ে কিছুটা দৃষ্টিচ্যুত রয়েছে বাংলা শিবিরে। সন্ধ্যার দিকে দিল্লি থেকে মোবাইলে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, ‘দিল্লিতে বৃষ্টি হচ্ছে। আগামীকালও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে বলে শুনেছি। এমন বৃষ্টি চললে আগামীকাল অনুশীলন বাতিল করতে হবে। দেখা যাক কী হয়।’

ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে নিউজিল্যান্ড সফরে যাওয়ার কারণে আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমারকে আগামী কয়েকটি ম্যাচে পাবে না বাংলা। তবে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে মহম্মদ সামি খেলবেন। বাংলার বোলিংকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব ফের নিতে হবে সামিকেই।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : ঘরের মাঠে চলতি ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি২০ সিরিজ শেষ পর্বে। বাকি আর একটি ম্যাচ। আগামী শনিবারের সেই ম্যাচের পরই শ্রেয়স আইয়াররা উড়ে যাবেন নিউজিল্যান্ড। ২২ অক্টোবর থেকে টিম ইন্ডিয়ার মিশন নিউজিল্যান্ড শুরু হয়ে যাচ্ছে। প্রথমেই রয়েছে টি২০ সিরিজ। আসন্ন সেই সিরিজের দল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে আগেই। প্রত্যাশিতভাবেই টি২০ সিরিজের দল থেকে বিশ্রামে রাখা হয়েছে জসপ্রীত বুমরাহকে।

শনিবার মিশন নিউজিল্যান্ডের লক্ষ্যে ভারতের একদিনের দল ঘোষণা হওয়ার কথা। সেই সিরিজে বুমরাহকে খেলানো নিয়ে শুরু হয়েছে দোলাচল। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, জাতীয় নির্বাচকদের একটা অংশ একদিনের সিরিজের

বুমরাহর ফিটনেস নিয়ে কোনও সমস্যা নেই আপাতত। ও একশো শতাংশ ফিট। টেস্ট সিরিজে সাফল্যের লক্ষ্যে আমরা বুমরাহকে একদিনের সিরিজে বিশ্রাম দেওয়ার পরিকল্পনা করছি। দেখা যাক কী হয়।

–নির্বাচক কমিটির প্রতিনিধি



অখণ্ড অবসরে ফুরফুরে মেজাজে জসপ্রীত বুমরাহ।

দলে বুমরাহকে চাইছেন না। বিশ্রামে রেখে বুমরাহকে ভারত ‘এ’ দলের হয়ে টেস্ট সিরিজের আগে সেখানে ম্যাচ খেলানোর ভাবনা রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এমন পরিকল্পনা বাস্তবে করা গেলে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজের জন্য দেশের এক নম্বর বোলারকে আরও তাজা অবস্থায় পাওয়া যাবে। রাতের দিকে বিসিসিআইয়ের অন্দরের খবর, বড় অবতন না হলে নিউজিল্যান্ড সফরের পাঁচ ম্যাচের একদিনের সিরিজে বুমরাহকে বিশ্রামে রাখা হবে।

জসপ্রীত ইতিমধ্যেই লাল বলের অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। শেষ কয়েকদিন ধরে আহমেদাবাদে অনুশীলন করেছেন বুমরাহ। আগামী রবিবার টিম ইন্ডিয়ার এক নম্বর পেসারের বেঙ্গালুরু স্টেটার

অফ এন্ট্রেলেন্সে হাজির হওয়ার কথা। সেখানে পরবর্তী কয়েকদিন অনুশীলন করবেন তিনি। জানা গিয়েছে, মিশন নিউজিল্যান্ডের লক্ষ্যে হয়তো বেঙ্গালুরু থেকে রওনা দেবেন বুমরাহ। তাঁর ফিটনেস নিয়েও আপাতত কোনও সংশয়

মিশন নিউজিল্যান্ড

নেই। নাম না লেখার শর্তে জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক প্রতিনিধি রাতের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, ‘বুমরাহর ফিটনেস নিয়ে কোনও সমস্যা নেই আপাতত। ও একশো শতাংশ ফিট। টেস্ট সিরিজে সাফল্যের লক্ষ্যে আমরা বুমরাহকে একদিনের সিরিজে বিশ্রাম দেওয়ার পরিকল্পনা করছি। দেখা যাক কী হয়।’

মেসির অ্যাসিস্ট, মায়ামির হ্যাটট্রিক

মায়ামি, ১৫ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেও ইন্টার মায়ামিকে আরও এক টুফি জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন লিওনেল মেসি। নিউ ইয়র্ক সিটির বিরুদ্ধে গোলে পেলেন না টিকই। কিন্তু অ্যাসিস্ট রাখলেন। ইন্টার মায়ামি ২-০ গোলে জিতে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্লে-অফে ওঠার হ্যাটট্রিক করল। মেসি মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর ২০২৪ সালে প্রথমবার তারা প্লে-অফে জয়গা করেছিল। সেবার আটলান্টার কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল মায়ামি। গত বছর ভাঙ্কভারকে হারিয়ে প্রথমবার এমএলএস চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মেসির দল। এবার আরও একবার প্লে-অফে পৌঁছে টুফি জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন মেসিরা। বুধবার রাতে ২০ মিনিটে জার্মান বারটেরামে মায়ামিকে এগিয়ে দেন। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে রডরিগো ডি পলের গোলে অ্যাসিস্ট ছিল মেসির। জুলাইয়ের পর এমএলএসে প্রথমবার টানা দুই ম্যাচ জিতল মায়ামি।



মেজর লিগ সকারের প্লে-অফে নিশ্চিত করে ইন্টার মায়ামির লিওনেল মেসি ও ক্যাসেমিরে।



যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রক্ষা খাদসেকে নিজের জার্সি দিলেন রাজ্যজলের প্রাক্তন তারকা রোনাল্ডো নাভারিও।

ONLY AT KHOSLA

4 EMI OFF

UPTO **₹45,000**
CASHBACK
ON SELECT PRODUCTS

UPTO **1 LAKH**
EXCHANGE
YOUR OLD FOR NEW

0%
DOWN PAYMENT
INTEREST

EXTENDED
WARRANTY
FOR PEACE OF MIND

SCAN & GET
INSTANT PUJA GIFT
WORTH ₹ 3,000*

UPTO **80%**
DISCOUNT

SCAN & GET
EXTRA DISCOUNT
UPTO ₹ 5,000*

CONGRATULATION WINNERS !!

2-wheeler winner

from Chandannagar store

Premium 4-wheeler Car winner
from Canning store

Altab Hossain Mondal

Gold Coin winners

Binda Singh
from BT Road Store

Puja Ghosh
from Garia store

**OPENING SHORTLY AT
MATIGARA (SILIGURI)**

20
YEARS
Global No.1 TV



 Get* Smart TV (32H4660F) worth ₹ 16990 (1 unit)	Get up to 7.5% cashback
MRP ₹ 229900	Special promo price ₹ 177990 (1 Unit)



COOCHBEHAR	Rail Gumti Ph: 9147417300	RAIGANJ	Mohonbati Bazar Ph: 9147393600	ALIPURDUAR	Shamuktala Road Ph: 9874287232	SILIGURI	Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685	BALURGHAT	Hili More Ph: 98742 33392	MALDAH	15/1, Pranth Pally Ph: 98742 49132
-------------------	------------------------------	----------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------------	-----------------	--	------------------	------------------------------	---------------	---------------------------------------